

# সূরা আল্লাহুব্বাৰ-৩৩

## (হিজৱতেৰ পৰে অবতীৰ্ণ)

### অবতীৰ্ণ হওয়াৰ তাৰিখ ও প্ৰসঙ্গ

এই সূরাটি মদীনায় অবতীৰ্ণ হয়েছিল। হিজৱতেৰ ৫ম বছৰ থেকে শুৰু কৰে ৭ম বছৰ, এমনকি কাৰো কাৰো অভিমত অনুযায়ী হিজৱী ৮ম ও ৯ম বছৰ পৰ্যন্ত এই সূরাটি অবতীৰ্ণ হয়। এই বিষয়েৰ সত্যতা প্ৰতিপন্থ কৰাৰ মতো যথেষ্ট অভ্যন্তৰীণ প্ৰমাণাদিও বৰ্তমান রয়েছে। পূৰ্ববৰ্তী কয়েকটি সূৱায় বাৱবাৰ অত্যন্ত জোৱালো ভাষায় এই ভবিষ্যদ্বাণী কৰা হয়েছিল, ইসলাম ক্ৰমাগত উন্নতিৰ দিকে ধাৰিত হবে এবং এৰ বৰ্তমান দুৰ্বলতা অতিক্ৰম কৰে ধীৱে ধীৱে শক্তি সঞ্চয় কৰাৰে। আৱ এই অগ্রগতি ততক্ষণ পৰ্যন্ত চলতে থাকবে যতক্ষণ পৰ্যন্ত না সমস্ত আৱবে ইসলামেৰ বাণীকে গ্ৰহণ কৰা হবে এবং যতক্ষণ পৰ্যন্ত না পৌত্ৰলিঙ্গতাৰ বিলুপ্তি এমনভাৱে ঘটবে যে তা যেন আৱ কখনোই ফিৰে আসতে না পাৰে। আলোচ্য সূৱাৰ অব্যবহিত আগেৰ সূৱা 'আস সিজ্দায়' বলা হয়েছিল, অচিৱেই মুসলমানদেৱকে সৰ্বপ্ৰকাৰ জাগতিক সম্পদ ও বস্তুগত উন্নতিৰ উপকৰণাদি দেয়া হবে। অতঃপৰ উক্ত সূৱাৰ শেষেৰ দিকে কফিৱদেৱ বিদ্রোহাত্মক একটি প্ৰশ্ৰে উল্লেখ কৰা হয়েছে, যেখানে তাৱা জানতে চেয়েছিল, ইসলামেৰ বিজয় ও অগ্রগতি সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী কৰা হয়েছে এৰ পূৰ্ণতা কখন হবে? এৰ উন্তৰে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় বৰ্তমান সূৱাটিতে জানানো হয়েছে যে ইসলামেৰ বিজয় ও সাফল্য সংক্ৰান্ত ভবিষ্যদ্বাণী ইতোমধ্যেই পূৰ্ণতা লাভ কৰেছে এবং ইসলাম একটি বিৱাট শক্তি হিসাবেও ইতোমধ্যেই প্ৰতিষ্ঠিত হয়েছে।

### বিষয়বস্তু

একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে নিজেকে প্ৰতিষ্ঠা এবং একটি পূৰ্ণাঙ্গ রাষ্ট্ৰব্যবস্থা হিসাবে ইসলামেৰ উত্তৱণেৰ পৰ শৱীয়তেৰ বিধি-বিধান বেশ দ্রুত হাবে একটিৰ পৰ একটি অবতীৰ্ণ হতে থাকে, যেন রাজনৈতিক ও সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে মুসলমানদেৱকে নিৰ্দেশ দেয়া যায়। বৰ্তমান সূৱাটিতে এই ধৰনেৰ একাধিক বিধি-বিধান অস্তৰভূত রয়েছে। শুৰুতেই এটি আৱব সমাজে প্ৰচলিত দীৰ্ঘদিনেৰ একটি কুপ্ৰথাকে রহিত কৰেছে। এই বন্ধুমূল প্ৰথাটি ছিল, অনেৱে পুত্ৰকে একেবাৱে নিজেৰ পুত্ৰ হিসাবেই গ্ৰহণ কৰা। অতঃপৰ উল্লেখ কৰা হয়েছে, মুসলমানদেৱ সাথে হ্যৱত মুহায়দ (সাঃ) এৰ আধ্যাত্মিক সম্পর্কেৰ স্বৰূপ কী এবং বাস্তব ক্ষেত্ৰেই তা কতটুকু গতীৱ ও যথাৰ্থভাৱে বিদ্যমান তা বুবানো হয়েছে। বস্তুত নবী হিসাবে তিনি তাৱ উন্মত্তেৰ নিকট আধ্যাত্মিক পিতা এবং সেই দিকে দিয়ে তাৱেৰ নিজ সত্তা অপেক্ষাও নবী মুহায়দ (সাঃ) এৰ সত্তা তাৱেৰ অধিকতাৰ নিকটবৰ্তী এবং তাৱ স্ত্ৰীগণ হচ্ছেন মু'মিনদেৱ আধ্যাত্মিক মাতা। সূৱাটিতে অতঃপৰ খন্দক-যুদ্ধেৰ কিছুটা বৰ্ণনা দেয়া হয়েছে। এ যুদ্ধ ছিল সেই সময় পৰ্যন্ত অনুষ্ঠিত শক্তিৰ সাথে মুখোমুখি যুদ্ধেৰ মধ্যে সৰ্বাপেক্ষা ভয়াবহ। সমস্ত আৱব যেন এক ব্যক্তি হয়ে মুসলমানদেৱ বিৱৰণে খাড়া হয়ে গিয়েছিল এবং তাৱেৰ ১০,০০০ থেকে ২০,০০০ এৰ মতো এক সুসজ্জিত ও শক্তিশালী বাহিনী মদীনাৰ উপকণ্ঠে গিয়ে হাজিৱ হয়েছিল। মুসলমানদেৱ সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য (১২০০ এৰ মতো), যদিও কোন কোন লেখকেৰ বৰ্ণনানুযায়ী নাৰী-পুৰুষ ও শিশু মিলিয়ে যাবা পৰিথা খননেৰ কাজে অংশগ্ৰহণ কৰেছিলেন তাৱেৰ সমিলিত সংখ্যা ছিল ৩০০০ এৰ কাছাকাছি। কাজেই সৈন্য-সংখ্যাৰ বিবেচনায় এই যুদ্ধ ছিল খুবই অসম। তদুপৰি মুসলমানৱা ছিল নিদাৱণ দুঃখ-কষ্টেৰ মধ্যে নিপত্তি। কিন্তু আল্লাহু নিজ সৈন্যদল অৰ্থাৎ ফিরিশ্তাদেৱকে প্ৰেৱণ কৰলেন এবং শক্তিপৰ্ক্ষেৰ শক্তিশালী বাহিনী ছত্ৰভঙ্গ ও পৰ্যন্দন্ত হয়ে পলায়ন কৰলো। পৱিতৰ্ত্তী কয়েকটি আয়াতে বলা হয়েছে, একটি ধৰ্মীয় সম্প্ৰদায়েৰ মধ্যে যেৱেপ একান্ত অনুসাৰীৰ ও অভাৱ থাকে না, তেমনি কিছু কিছু দুৰ্বলচেতা বিশ্বাসী এবং মুনাফিক লোকও পৱিলক্ষিত হয়ে থাকে। এসব মুনাফিকৱা বেশ জোৱা গলায় নিজেদেৱকে খাঁটি অনুসাৰী বলে ব্যক্ত কৰে, কিন্তু নবী কৱীম (সাঃ) এৰ সময়ে যখন মদীনা শক্তি কৃত্ক আক্ৰান্ত হলো তখন এসব মুনাফিকৱা অত্যন্ত বাজে ওজৰ দেখিয়ে মুসলমানদেৱ পক্ষে যুদ্ধ কৰা থেকে বিৱৰত থাকলো। তাৱা তাৱেৰ অঙ্গীকাৰ ভঙ্গ কৰলো। এদেৱ মধ্যে বনু কোৱায়া গোত্ৰেই ছিল প্ৰথম যাবা তাৱেৰ চুক্তিৰ শৰ্ত ভঙ্গ কৰে এবং মুসলমানৱা যখন চাৱদিক দিয়ে শক্তি কৃত্ক আক্ৰান্ত এবং ইসলামেৰ ভবিষ্যতও অনেকটা অনিশ্চিত তখন তাৱা মুসলমানদেৱ পক্ষ ত্যাগ কৰে। শক্তিৰ সমিলিত বাহিনী ছত্ৰভঙ্গ হয়ে পলায়নেৰ পৰ নবী কৱীম (সাঃ) এ গোত্ৰেৰ বিৱৰণে অভিযান পৱিচলনা কৰেন এবং তাৱেৰ উপযুক্ত শাস্তিৰ ব্যবস্থা কৰেন।

খন্দকেৰ যুদ্ধ যখন শেষ হলো এবং বনু কোৱায়া গোত্ৰকে যখন নিৰ্বাসন দেয়া হলো তখন মুসলমানদেৱ হাতে প্ৰাচুৰ পৱিমাণে যুদ্ধ-লৰ্ণ সম্পদ এসে জমা হলো। এক নিতান্ত অসহায় ও আৰ্থিকভাৱে দৱিদ্ৰ অবস্থা থেকে মুসলমানৱা হঠাৎ ধৰ্মী, শক্তিশালী ও এক উন্নতিশীল জাতিতে পৱিণত হলো। বস্তুগত প্ৰাচুৰেৰ স্বাভাৱিক পৱিণতি হলো এৰ ফলে মানুষ পাৰ্থিব মনোভৰ-সম্পন্ন হয় এবং আৱাম-আয়েশেৰ দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং পূৰ্বে তাৱ মধ্যে সেবা ও ত্যাগেৰ যে প্ৰবণতা থাকে তাতে অনেকটা অনীহা দেখা দেয়। এটা এমন ধৰনেৰ একটা বিষয় যাৱ মোকাবিলায় আল্লাহু তাৱ দেৱকে প্ৰেৱিত যে কোন সংক্ষাৱককে বিশেষভাৱে সতৰ্ক থাকতে হয়। সাধাৱণত এই ধৰনেৰ আৱাম-প্ৰিয়তা পৱিবাৱিৰিক পৱিসৱে প্ৰথম পৱিলক্ষিত হয়ে থাকে। পৱিতৰ্ত্তীতে নবী কৱীমেৰ (সাঃ) পৱিবাৱেৰ সদস্যগণকে যেহেতু সামাজিক আচৱণেৰ ক্ষেত্ৰে নমুনা বা আদৰ্শ স্থাপন কৰতে হবে, তাই এটা অত্যন্ত যুক্তিসংগত বিষয় যে প্ৰথমেই জীবনযাপনেৰ ব্যাপারে

তাদের পক্ষে স্বার্থ ত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে হয়রত রসূলে করীম (সাঃ) এর পত্নীগণকে (রাঃ) আহ্বান জানানো হয়েছিল যে একদিকে পার্থিব আরাম-আয়েশ এবং অন্যদিকে নবী করীম (সাঃ) এর সহজ, সাদামাটা এবং কষ্টকর জীবনের মধ্যে কোন্টিকে তারা বরণ করে নিবেন। অত্যন্ত তৎক্ষণিকভাবেই নবী করীম (সাঃ) এর পত্নীগণ এ ব্যাপারে তাদের মনোভাব ব্যক্ত করেন এবং নবীজী (সাঃ) এর সাহচর্যকেই তারা পছন্দ করে নেন। নবী করীম (সাঃ) এর স্ত্রীগণকে তাই বিশেষভাবে নির্দেশ দেয়া হয় যাতে দয়া ও ধার্মিকতার কাজে তাঁরা এক অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, যা আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম নবীর সহহর্মণি হিসাবে তাঁদের জন্য যথাযোগ্য এবং তাঁদের সম্মান ও সুউচ্চ পদর্মাদার রক্ষা এবং মুসলিমানদের ধর্ম-সংক্রান্ত বিষয়ান্ড শিক্ষা দেবার জন্য একান্ত জরুরী। অতঃপর সূরাটিতে হয়রত যায়েদের (রাঃ) সাথে বিবি যয়নবের (রাঃ) বিয়ে সংক্রান্ত বিষয়টির উল্লেখ করা হয়েছে। এই বিয়ের ব্যর্থতা ও পরবর্তী পর্যায়ে হয়রত রসূলে করীম (সাঃ) এর সাথে বিবি যয়নবের (রাঃ) বিয়ের মাধ্যমে দ্বিবিধ উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে। বিবি যয়নব (রাঃ) ছিলেন হয়রত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ফুফাত বোন এবং জন্মসূত্রে এক অতি সন্তুষ্ট আরব মহিলা। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর কৌলীন্য ও উচ্চ সামাজিক পদর্মাদার ব্যাপারে বেশ গর্বিত থাকার কথা আর অন্যদিকে যায়েদ (রাঃ) ছিলেন একজন মুক্তিপ্রাণ কৃতদাস। এই বিয়ের মাধ্যমে হয়রত মুহাম্মদ (সাঃ) তৎকালীন আরব সমাজে প্রচলিত ঘৃণ্য সামাজিক বৈষম্য ও শ্রেণী-বিভেদে প্রথার মূলোৎপাটন করতে চেয়েছিলেন। কেননা ইসলামী মতে আল্লাহর দৃষ্টিতে সকল মানুষই স্বাধীন ও সমান। তারপর সূরাটিতে একটি অযুলক আশঙ্কার নিরসন করা হয়েছে, যা দণ্ডকপুত্র গ্রহণ প্রথা নিরসন করায় বিরুদ্ধবাদীদের মনে সংক্রমিত হয়েছিল। তা হচ্ছে নবী করীম (সাঃ) এর কোন পুত্র সন্তান না থাকায় তিনি অপুত্রক হিসাবে মারা যাবেন এবং তাঁর কোন উত্তরসূরী না থাকাতে ইসলামও ধীরে ধীরে মৃত্যু হয়ে একদিন মৃত্যুবরণ করবে। সূরাটিতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলার নিজস্ব পরিকল্পনা এটাই ছিল যে হয়রত মুহাম্মদ (সাঃ) এর দৈহিক কোন পুত্র সন্তান থাকবে না। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে তিনি নিঃসন্তান থাকবেন। কেননা বিশ্ব-নবী হিসাবে তিনি সকল মানবজাতির আধ্যাত্মিক পিতা। এই দাবির বাস্তব প্রামাণ হিসাবে সকল যুগেই তাঁর (সাঃ) অনুগত এক অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও আল্লাহ-ভীরু সম্প্রদায় থাকবে, যাঁরা তাঁর আধ্যাত্মিক সন্তান হবেন। সূরাটিতে আরো বলা হয়েছে, যেহেতু হয়রত মুহাম্মদ (সাঃ) সকল বিশ্বাসীর আধ্যাত্মিক পিতা, সেই হিসাবে তাঁর স্ত্রীগণও তাঁদের আধ্যাত্মিক মাতা। সুতরাং নবীজী (সাঃ) এর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীগণকে বিয়ে করা এক জন্য পাপের কাজ। অপরদিকে হয়রত মুহাম্মদ (সাঃ)কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যাতে তিনি তাঁর বর্তমান স্ত্রীগণের কাউকেও তালাক না দেন এবং নতুন কোন স্ত্রী ও গ্রহণ না করেন। নবী করীম (সাঃ) এর পত্নীগণকেও নির্দেশ দেয়া হয়েছে যাতে তাঁরা ‘বিশ্বাসীদের মাতা’ (উম্মুল (মুমিনীন) হিসাবে নিজেদের মান-সংক্রান্ত বিজ্ঞান রাখার দিকে খেয়াল রাখেন এবং ঘরের বাইরে যাওয়ার সময় তাদের বহিরাবরণ ও দেহের পরিধেয় পোশাকের ব্যাপারে কিছু নিয়মনীতি মেনে চলেন। এ বিষয়টিই হলো নারীদের পর্দা সংক্রান্ত নির্দেশ এবং যদিও নবীজী (সাঃ) এর পত্নীগণকে সম্মোধন করে এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তথাপি সকল মুসলিম নারীর জন্যও এটি সমানভাবে প্রযোজ্য। সূরাটির শেষের দিকে মানুষের সৃষ্টির মহৎ উদ্দেশ্যকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলার সকল সৃষ্টির মধ্য-মণি ও মুকুট হিসাবে মানুষের দায়িত্বও অত্যন্ত মহান। এজন্য মানুষের প্রকৃতিতে একপ সামর্থ্য দেয়া হয়েছে যা অন্য কোন প্রাণীকে দেয়া হয়নি। বস্তুত সকল সৃষ্টির মধ্যে একমাত্র মানুষেরই এই ক্ষমতা রয়েছে যে সে শরীয়তের বিধি-বিধান মেনে চলতে এবং একমাত্র মানুষই নিজ সন্তান আল্লাহ তাআলার গুণাবলীর প্রতিফলন ঘটিয়ে নিজেকে আল্লাহর গুণে গুণাবিত করতে সক্ষম।



মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ সহ ৭৪ আয়াত এবং ৯ রূক্ত

- ১। ﴿أَلَّا تَرَى أَنَّمَا يَعْمَلُونَ إِذْ هُنَّ مَعَ النَّبِيِّ وَسَبِّحُونَ أَبْيَهُ دَسْعَةً رَّوْعَاتٍ﴾  
আলাহুর নামে, যিনি পরম করণাময়, অ্যাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী ।
- ২। هَلْ نَرَى! ۝ আলাহুর ত্বকওয়া অবলম্বন কর এবং কাফির ও মুনাফিকদের অনুসরণ করো না । নিশ্চয় আলাহুর সর্বজ্ঞ (ও) পরম প্রজ্ঞাময় ।
- ৩। ﴿تَوَسَّلَ إِلَيْهِ بِالْمَوْلَى وَلَا يَنْزَهُنَّ عَنْ حُكْمِهِ وَمَنْ يُنْهَى فَإِنَّمَا يُنْهَى عَنِ الْمُفْلِحِينَ﴾  
তোমার প্রতি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যে ওহী করা হয়, তুমি এরই অনুসরণ কর । তোমরা যা কর সে সবক্ষে নিশ্চয় আলাহুর ভাল করেই জানেন ।
- ৪। ﴿أَلَّا تَرَى أَنَّمَا يَعْمَلُونَ وَمَنْ يَعْمَلْ خَيْرًا فَإِنَّمَا يُجْزَى مَا يَعْمَلُونَ وَمَنْ يَعْمَلْ شَرًّا فَإِنَّمَا يُجْزَى مَا يَعْمَلُونَ﴾  
আর তুমি আলাহুর ওপর ভরসা কর এবং কার্য-নির্বাহক হিসাবে আলাহুর যথেষ্ট ।

- ★ ৫। আলাহুর কোন মানুষের বক্ষে দুটি হৃদয় সৃষ্টি করেননি । এভাবে তোমাদের স্ত্রীদের তোমরা ‘মা’ ডেকে<sup>১০০</sup> তাদের সাথে দাস্পত্য সম্পর্ক পরিহার করে চলার দরুণ তিনি তাদের (অর্থাৎ সেই স্ত্রীদের) তোমাদের মা বানিয়ে দেন না । তেমনি তিনি তোমাদের পোষ্য পুত্রকে<sup>১০১</sup> তোমাদের প্রকৃত পুত্র বানিয়ে দেন না । এটা (কেবল) তোমাদের মুখের কথা । কিন্তু আলাহুর সত্য বলেন এবং তিনি (সঠিক) পথে পরিচালিত করেন ।

দেখুন : ক. ১৪১ খ. ১০৪১১০ গ. ৩৪১৬০; ২৬৪২১৮ ।

২৩২৯। হযরত রসূলে পাক (সাঃ)কে আয়াতে ‘আন্ন নবী’ বলে সম্মোধন করা হয়েছে । কুরআনের অন্যান্য স্থানেও তাঁকে ‘আন্ন নবী’ (সেই নির্দিষ্ট নবী) বলে অভিহিত করা হয়েছে । অন্য কোন নবীকে কুরআনে কিংবা অবতীর্ণ অন্য কোন প্রস্তুতে একে প্রভাবিত করে আলাহুর নবী নামেই ডাকা হয়েছে । এই সম্মোধন-বৈশিষ্ট্য এটাই প্রমাণ করে, মহানবী (সাঃ) সত্যিই ‘আন্ন নবী’ অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ নবী । ‘আন্ন নবী’ বলার অন্য অর্থ এও হতে পারে, মহানবী (সাঃ)ই ‘সেই নবী’ যাঁর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী বাইবেলে বিদ্যমান রয়েছে (যোহন-১৪:২৪, ২৫) ।

২৩৩০। ‘যিহার’ বা ‘মুযাহারা’ বলতে স্ত্রীকে মৌখিকভাবে ‘মা’ বলে পৃথক রাখা বুঝায়, (লেইন) ।

২৩৩১। ‘দাঙ্গ’, শব্দের বহুবচন ‘আদাইয়াউ’ । ‘দাঙ্গ’ অর্থ পুত্ররপে গৃহীত ব্যক্তি, পুত্র নয় অথচ পুত্ররপে গৃহীত ব্যক্তি, যাকে স্ত্রীয় পিতা নয় এমন ব্যক্তি পুত্ররপে বরণ করে নেয় । পোষ্য-পুত্র, এমন ব্যক্তি যার পিতৃপরিচয় বা বংশ পরিচয় নেই । যে ব্যক্তি নিজের পিতাকে পিতারূপে পরিচয় না দিয়ে অন্য পিতৃপরিচয় গ্রহণ করে (লেইন) । মহানবী (সাঃ) এর সময়ে আরবদেশে ব্যাপকভাবে প্রচলিত দুটি বদ্ধমূল কুসংস্কারকে এই আয়াতের সাহায্যে নির্মূল করা হয়েছে । এই দুটির মধ্যে জব্যন্তর হলো ‘যিহার’- স্ত্রী তার স্ত্রীকে রাখের মাথায় ‘মা’ ডেকে ফেলতো । ফলে স্ত্রী স্বামীসঙ্গ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়ে যেত, স্ত্রীর দাবি খাটাতে পারতো না অথচ স্বামীর বন্ধন থেকে মুক্ত হতেও পারতো না । নবী-স্বাধীনতার পুরোধা ইসলাম এরপ অসহনীয় একটি বর্বর রীতিকে মোটাই সহ্য করতে পারলো না । অন্য রীতিতি হলো অন্যের পুত্রকে নিজের পুত্ররপে গ্রহণ করা এবং এটাকেই কার্যত সত্য সত্যই রক্ত-সম্পর্ক বলে গণ্য করা । এই রীতি একেতো মিথ্যার প্রশংসন দেয়

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتْقِنَ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكُفَّارِ  
وَالْمُنْفِقِينَ ۝ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْنَا  
حَكِيمًا ۝ ②

وَاتْتَّبِعْ مَا يُوحَى لِيَكَ مِنْ رَّبِّكَ ۝ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا ۝ ③

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۝ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝ ④

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ قَنْ قَلْبَيْنِ فِي  
جَوْفِهِ ۝ وَمَا جَعَلَ أَذْوَاجَ حُكْمَ الْعَيْنِ  
تُظْهِرُونَ مِنْهُنَّ أَمْهَمِتْكُمْ ۝ وَمَا جَعَلَ  
آذِعَيَا كُمْ ۝ أَبْنَاءَ كُمْ ۝ ذِلْكُمْ  
قُولُكُمْ ۝ يَا فَوَاهِكُمْ ۝ وَاللَّهُ يَقُولُ  
الْحَقَّ ۝ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۝ ⑤

★ ৬। তাদের পিতার (পরিচয়ে) তাদের ডেকো। আল্লাহর দৃষ্টিতে এটাই অধিক ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু তোমরা যদি তাদের পিতাদের (পরিচয়) না জান, সেক্ষেত্রে তারা তোমাদের ধর্মীয় ভাই এবং তোমাদের বন্ধু। আর তোমাদের হৃদয় যে ব্যাপারে দৃঢ়সংকল্প করেছে তা ছাড়া অন্য কোন অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য তোমাদের দোষারোপ করা হবে না। আর আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

★ ৭। এ নবী মু'মিনদের কাছে তাদের নিজেদের প্রাণের চেয়েও অধিক আপন এবং তার স্ত্রীরা তাদের মা (তুল্য) ২৩২। আর আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী মু'মিন ও মুহাজিরদের তুলনায় কোন কোন ক্রক্ষসম্পর্কীয় আত্মীয় একে অপরের অধিক আপন। তবে তোমাদের বিশেষ বন্ধুদের ২৩৩ প্রতি যদি তোমরা স্বেচ্ছায় অনুগ্রহ কর সে কথা ভিন্ন। এটাই (প্রকৃতির) কিতাবে গভীরভাবে প্রোথিত রয়েছে।

৮। আর (শ্বরণ কর) খামরা যখন নবীদের কাছ থেকে তাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তোমার কাছ থেকেও এবং নৃহ, ইব্রাহীম, মুসা ও মরিয়ম-পুত্র ঈসার কাছ থেকেও (অঙ্গীকার নিয়েছিলাম)। আর আমরা এদের সবার কাছ থেকে এক দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম ২৩৪,

দেখুন : ক. ৮:৭৬ খ. ৩:৮২।

দ্বিতীয়ত রক্তের মধ্যে নানা প্রকার ফাটলের সৃষ্টি করে এবং সামাজিক জটিলতা বৃদ্ধি করে। এরপ করাটা ছিল নির্থক বোকামী। এই কুরীতিগুলো উঠিয়ে দেয়ার কারণস্বরূপ এই যুক্তি দেখানো হয়েছে, 'আল্লাহ কোন মানুষের বক্ষে দুটি হৃদয় সৃষ্টি করেননি।' মানুষের হৃদয়ই তার আবেগ ও অনুভূতির উৎসস্থল। একই সময়ে একই হৃদয় দুধরনের অনুভূতি ধারণ করতে পারে না। বিপরীতমুখী ধ্যান-ধারণা ও ভাবাবেগ একই সঙ্গে সেখানে স্থান পায় না। তদুপরি মানুষের বিভিন্ন সম্পর্ক বিভিন্ন ভাবাবেগ উদ্বেক করে। স্ত্রীকে মা ডাকলেই কিংবা পর-পুত্রকে পুত্র ডাকলেই যথার্থ ভাবাবেগের উদ্বেক হতে পারে না। স্ত্রী কখনো মা হতে পারে না। অজানা-অচেনা ব্যক্তি কখনো পুত্র হতে পারে না। কেবল মুখের বুলিতে মনের অবস্থা বদলাতে পারে না, দৈহিক সম্পর্কের সত্যতাকেও পরিবর্তন করতে পারে না।

২৩৩২। ৬নং আয়াতের আদেশ সমন্বে সম্ভাব্য ঘ্রর্থতা ও তুল বুবাবুরির অবসানকল্পে আলোচ্য ৭নং আয়াত কাজ করছে। ৬নং আয়াতে বলা হয়েছিল, 'তাদের পিতার পরিচয়ে তাদের ডেকো' আর সপ্তম আয়াতে প্রকারাস্তরে নবী করীম (সাঃ) কে মু'মিনদের পিতা গণ্য করা হয়েছে। অতএব এখানে নবী করীম (সাঃ) ও মু'মিনদের মধ্যে আধ্যাত্মিক সম্পর্কে তত্ত্ব-কথা ব্যক্ত হয়েছে।

২৩৩৩। মহানবী (সাঃ) এর আধ্যাত্মিক পিতৃত্বে যে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব স্থাপিত হলো এতে কেউ কেউ এরপ তুল ধারণার বশবর্তী হতে পারতো যে মুসলমানরা পরম্পরের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে। এই আয়াতে ঐ ভ্রাতৃ ধারণার অপনোদন করা হলো এবং বলা হলো, কেবল রক্ত-সম্পর্কে সম্পর্কযুক্তরাই পরম্পরের সম্পদের উত্তরাধিকারী হতে পারবে। তবে কাফিররা মু'মিন আত্মীয়ের সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাবে না। এই আয়াত দ্বারা প্রবর্তিত উত্তরাধিকারের আইন মুক্তির মুহাজির ও মদীনার আনসারদের মধ্যে অস্থায়ীভাবে প্রবর্তিত উত্তরাধিকারমূলক ভ্রাতৃত্ববাদেরও অবসান ঘটলো, যার আওতায় মুক্তি থেকে আগত মুহাজিররা মদীনাবাসী আনসারবৃন্দের সাথে এমনি প্রগাঢ় ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন যে মুহাজিররা স্থীয় আনসার ভাইদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার পর্যন্ত লাভ করেছিলেন। এখন স্থায়ী আইন দ্বারা ঐ অস্থায়ী ব্যবস্থারও অবসান হলো। কেবলমাত্র রক্ত-সম্পর্কেই উত্তরাধিকারের মূল-ভিত্তি গণ্য করা হলো। তা সত্ত্বেও ইসলামের মহত্ত্ব ও বৃহত্তর ভ্রাতৃত্বে কেবল ভাট্টা পড়েনি। এক মুসলমান অপর মুসলমানকে ভাইয়ের মতোই সমাদর করে।

২৩৩৪ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

أَذْعُهُمْ لَا يَأْتِيهِمْ هُوَ أَقْسَطُ  
عِنْدَ اللَّهِ فَإِنَّ لَمْ تَعْلَمُوا أَبَاءَهُمْ  
فَأَخْوَانَكُمْ فِي الْعَيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ وَ  
لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا آخْطَأْتُمْ  
إِلَيْهِ وَلِكُنْ مَا تَعْمَدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ  
إِنَّ اللَّهَ عَفُورًا رَّحِيمًا

آلَّنِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ  
وَأَرْوَاجُهَ أَمْهَتُهُمْ وَأَوْلُوا لَهُ دَحَّامٌ  
بَغْصُهُمْ أَوْلَى بِيَغْضِي فِي كِتْبِ الْكِتَابِ  
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ  
تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلَيَعْكُمْ مَعْرُوفًا ، كَانَ  
ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا

وَإِذَا حَذَّنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِنْشَا قَهْمُ  
وَمِنْكَ وَمِنْ ثُورِجَ وَإِبْرِهِيمَ وَمُوسَى وَ  
عِيسَى ابْنِ مَزِيمَ وَأَخْذَنَا مِنْهُمْ مِنْشَا قَا  
غَلِيظًا

৯। যাতে তিনি সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যতা সম্পর্কে  
[১] জিজেস করেন। আর কাফিরদের জন্য তিনি এক  
১৭ যত্রগাদায়ক আয়াব প্রস্তুত করে রেখেছেন।

১০। হে যারা ইমান এনেছ! তোমরা তোমাদের প্রতি  
আল্লাহর সেই নেয়ামতকে স্মরণ কর যখন তোমাদের ওপর  
সেনাবাহিনী (চড়াও হয়ে) এসেছিল<sup>১৩০৪</sup> তখন আমরা তাদের  
বিরুদ্ধে এক বায়ু পাঠিয়েছিলাম এবং এমন সেনাবাহিনী<sup>১৩০৫</sup>  
(পাঠিয়েছিলাম) তোমরা যাদের দেখতে পাচ্ছিলে না।  
তোমরা যা-ই কর আল্লাহ তা খুব ভাল করেই দেখেন।

★ ১১। (স্মরণ কর) তারা যখন তোমাদের ওপরের দিক থেকে  
এবং তোমাদের নিচের দিক থেকে<sup>১৩০৬</sup> তোমাদের ওপর  
(চড়াও হয়ে) এসেছিল তখন (তোমাদের) চোখ ভয়ে স্থির  
হয়ে গিয়েছিল, (তোমাদের) প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে গিয়েছিল  
এবং আল্লাহ সম্পর্কে তোমরা নানা রকম সংশয় সন্দেহ পোষণ  
করছিলে।

দেখুন : ক. ১৮৪১০৩; ৪৮৪১৪; ৭৬৪৫।

২৩০৪। এই আয়াতে হ্যরত নৃহ, ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসা (আঃ) এই চারজন বিশিষ্ট নবীর নাম এই জন্য উল্লেখ করা হয়েছে, ইসলাম-পূর্ব যুগে তাঁরা অতি উচ্চ পর্যায়ের আল্লাহর প্রেরিত নবীরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। নৃহ (আঃ) প্রকৃত অর্থে প্রথম শরীয়তদাতা নবী ছিলেন। তিনি হ্যরত ইব্রাহীম (আঃ), মূসা (আঃ) ও হ্যরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পূর্বপুরুষ হিসাবে মুসায়ী শরীয়ত ও ইসলামী শরীয়তের মিলন ক্ষেত্রেরূপে চিহ্নিত হন। হ্যরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মতই মূসা (আঃ) শরীয়তবাহী-নবী ছিলেন। আর ঈসা (আঃ) ছিলেন বনী ইসরাইলের শেষ নবী এবং হ্যরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর আগমনের অবদুত ও বার্তা-বাহক। তাঁদের অঙ্গীকার বলতে ঐ নবীগণ কর্তৃক তাঁদের উচ্চ মর্যাদা অনুযায়ী দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের যে প্রতিশ্রুতি তাঁরা আল্লাহর কাছে দিয়েছিলেন তা বুঝায়। ৪৩৩ টাকাও দেখুন।

২৩০৫। এই আয়াত থেকে খন্দকের যুদ্ধের বর্ণনা শুরু। হিজরী পঞ্চম বছরে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইতোপূর্বে মুসলমানরা কাফিরদের সাথে যত যুদ্ধ করেছে সেইগুলো থেকে এই যুদ্ধ ছিল অতিশয় ভয়ানক, বিপজ্জনক ও হিংসাত্মক। যুদ্ধে আরবের সকলে একত্রিত হয়ে সম্মিলিতভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালালো। মক্কার কুরায়শ ও তাদের মিত্রবর্গ, গাংফান গোত্র, আমজাহ ও মুরবাহ গোত্র, ফারাবাহ ও সুলাইম গোত্র, বনু সাদ ও বনু আসাদ গোত্র এবং মধ্য-আরবের মরু-গোত্রসমূহ সকলে মহানবী (সাঃ) এর বিরুদ্ধে একত্রিত হলো। পাপিষ্ঠ ইহুদীরা এবং মদীনার মুনাফিকরাও তলে তলে ঐ সম্মিলিত শক্রদের দলে যোগ দিল। এইভাবে দশ হাজার থেকে বিশ হাজার সুদক্ষ শক্রসৈন্য মাত্র বারো শ', কারো করো মতে স্ত্রীলোক ও শিশুসহ মোট ৩০০০ মুসলমান খন্দক বা পরিখা কাটার কাজে নিয়োজিত হয়েছিল। নাম-মাত্র অন্তে সজ্জিত প্রস্তুতিহীন মুসলমানদের বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধের জন্য দণ্ডযামান হলো। তারা চতুর্দিক থেকে মদীনাকে ঘেরাও করে ফেললো। এই ঘেরাও অবস্থায় পনরো দিন থেকে এক মাস থাকার পর মদীনা মুক্ত হলো। এই মহা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে ইসলাম আরো শক্তিশালী হয়ে উঠলো। অতঃপর অবিশ্বাসী কুরায়শরা ইসলামী শক্তির বিরুদ্ধে আর কখনো পা বাঢ়াতে সাহস পায়নি।

২৩০৬। প্রকৃতির শক্তিসমূহ যথা বাড়, বৃষ্টি ও শৈত্য প্রবাহ এসে কাফিরদের ওপর বাঁপটে পড়লো, তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা একেবারে নিবিয়ে দিল এবং তারা শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো। 'জুনুদ' বলতে এখানে ফিরিশ্তার দলকেও বুঝাতে পারে, যারা কাফিরদের মনে ভীতি ও মুমিনদের মনে সাহস যোগাচ্ছিল। উইলিয়াম মুইর বলেন, "তাদের পশ্চ-খাদ্য যোগান ভীষণ কষ্টসাধ্য হয়ে উঠলো। নিজেদের খাদ্যের ঘাটতি দেখা দিল। প্রতিদিন বহু উট ও ঘোড়া মরতে লাগলো। তাদের শ্রান্ত-ক্লান্ত ও হতাশাগ্রস্ত অবস্থার মধ্যে রাত এসে উপস্থিত হলো। অরক্ষিত তাঁবুগুলোর ওপর শীত, তুফান ও বৃষ্টি নিষ্ঠুরভাবে আছড়িয়ে পড়তে লাগলো। ঘূর্ণিঝড় উত্থিত হলো। এমনকি তাদের আগুন নিতে গেল। তাঁবুগুলো উড়ে গেল। বাসন-কোসন ও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম একেবারে লঙ্ঘণ হয়ে গেল" (লাইফ অব মোহাম্মদ)।

لِيَشَّئَ الصِّدِّيقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ جَوْفَرٌ  
وَأَعَذَّ لِلْكُفَّارِ يَنْ عَذَّابًا أَلِيمًا ①

يَا يَهُمَا إِنَّمَا أَمْنُوا إِذْ كُرُونَاهُمْ  
إِنَّمَا عَنِّيْكُمْ رَأْجَاءَ شَكْرُجُونَهُ فَأَذْ سَلَنَا  
عَلَيْهِمْ رِيْحَاهَا وَجُنُودًا لَمْ تَرَهَا هَاهَا  
كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ①

إِذْ جَاءَهُمْ كُمْ مِنْ فَوْقَكُمْ وَمِنْ آسَفَلَ  
مِنْكُمْ وَإِذْ رَأَغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ  
الْقُلُوبُ الْحَنَاجَرَ وَتَظْتُونَ بِإِلَهِ  
الظُّنُونَ ①

১২। সেখানে মুমিনদের এক (কঠিন) পরীক্ষায় ফেলা হয়েছিল এবং ভীষণভাবে তাদের প্রকস্পিত করা হয়েছিল।

১৩। ‘আর (শ্মরণ কর) মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি ছিল তারা যখন বলতে লাগলো, ‘আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল আমাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই নয়।’

১৪। আর তাদের এক দল যখন বলছিল, ‘হে ইয়াসরিব-বাসী! ২৩৩-ক তোমাদের (এখন) আর কোন ঠাঁই নেই। অতএব তোমরা ফিরে যাও ২৩৪। আর তাদের এক দল এই বলে নবীর কাছে অনুমতি চাচ্ছিল, ‘নিশ্চয় আমাদের ঘরবাড়ী অরক্ষিত।’ অথচ সেগুলো অরক্ষিত ছিল না। তারা কেবল পালাতে চেয়েছিল।

১৫। আর তাদের ওপর যদি এর (অর্থাৎ মদীনার) প্রত্যেক দিক থেকে (সেনাদলকে) ঢাও করিয়ে দেয়া হতো (এবং) এরপর (মুসলমানদের বিরুদ্ধে) বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য তাদের বলা হতো তাহলে অবশ্যই তারা তা করতো। কিন্তু (এরপরও) সেখানে (অর্থাৎ মদীনায়) তারা অতি অল্প সময়ই থাকতে পারতো ২৩৫।

★ ১৬। আর তারা পিট্টান দিবে না বলে নিশ্চয় ইতোপূর্বে আল্লাহর সাথে তারা অঙ্গীকার করেছিল ২৩৬। আর আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার সম্পর্কে অবশ্যই জিজেস করা হবে।

দেখুন : ক. ৮১৮ খ. ৮৪৫০।

২৩৩। অবিশ্বাসীরা চতুর্দিক থেকে মদীনার উচ্চভূমি এবং চারদিকের সমভূমি থেকে দলের পর দল, বাহিনীর পর বাহিনী কুন্দরোষে মুসলমানদের ওপর ঝাপিয়ে পড়লো। ‘এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে তোমরা নানা রকম সংশয় সন্দেহ পোষণ করছিলে— এই কথাগুলো মুনাফিকদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে, দৃঢ়চিত্ত মুসলমানদের সম্বন্ধে নয় (দেখুন পরবর্তী ১৩ আয়াত)।

২৩৩-ক। হিজরতের পূর্বে মদীনার নাম ছিল ইয়াস্রিব।

২৩৩। বাক্যটির অর্থ : তোমরা পূর্ব-ধর্মে ফিরে যাও অথবা তোমরা তোমাদের বাড়িতে ফিরে যাও।

২৩৩। এই আয়াত বলে দিচ্ছে, শক্ররা যদি কোনও দিক দিয়ে ফাঁক পেয়ে মদীনায় প্রবেশ করতে পারতো এবং মুনাফিকদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উক্ষানি দিয়ে তাদের (শক্রদের) পক্ষে অস্ত্রধারণের আহ্বান জানাতো তাহলে মদীনার এই মুনাফিকরা স্বেচ্ছায় তা-ই করতো।

২৩৪। মদীনার ইহুদীরা রসূলে করীম (সাঃ) এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল যে কেউ মদীনাতে এসে মুসলমানদের আক্রমণ করলে মদীনার ইহুদীরা তাঁর (সাঃ) পক্ষে ও আক্রমণকারীর বিপক্ষে যুদ্ধ করবে। আলোচ্য আয়াতে সে কথাই ব্যক্ত হয়েছে।

هُنَالِكَ ابْتِلِي الْمُؤْمِنُونَ وَ زُلْزَلُ  
زُلْزَلًا شَدِيدًا ⑭

وَإِذ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي  
قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَ  
رَسُولُهُ لَا هُنَّ غُرُورًا ⑮

وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَأْهَلَ  
يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَازْجِعُوا جَوَّا  
يَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ الشَّيْءَ يَقُولُونَ  
إِنَّ بُيُوتَنَا عَوَرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوَرَةٍ جَوَّا  
لَا يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ⑯

وَلَوْ دُخَلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا شَمَّ  
سُعِلُوا الْفِشَنَةَ لَا تَوَهَّمَا مَا تَلَبَّثُوا  
بِهَا لَا يَسِيرًا ⑰

وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلِ لَا  
يُؤْلُونَ أَنْذِبَارًا وَكَانَ عَهْدُهُمْ  
مَسْئُولاً ⑱

১৭। তুমি বল, ‘তোমরা মৃত্যু অথবা হত্যা থেকে পালাতে চাইলেও (তোমাদের) পালানো কখনো তোমাদের কাজে আসবে না এবং এমনটি হলেও তোমাদের কেবল সামান্য সুখস্বাচ্ছন্দ্যই ভোগ করতে দেয়া হবে।’

১৮। তুমি বল, ‘আল্লাহর হাত থেকে কে তোমাদের রক্ষা করতে পারে যদি তিনি তোমাদের কোন শাস্তি দিতে চান? অথবা তিনি যদি তোমাদের প্রতি কৃপা করতে চান (তবে কে এ থেকে তোমাদের বাস্তিত করতে পারে)? আর তারা নিজেদের জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন অভিভাবক বা কোন সাহায্যকারীও (খুঁজে) পাবে না।

১৯। আল্লাহ তোমাদের মাঝে তাদের খুব ভাল করেই জানেন, যারা (জেহাদ করা থেকে অন্যদের) বাধা দেয় এবং নিজেদের ভাইদের বলে, ‘আমাদের দিকে এসে পড়’। অথচ তারা যুদ্ধে কমই অংশগ্রহণ করে।

২০। তোমাদের ব্যাপারে (এরা) ভীষণ কৃপণ। আর কোন ভয়ের (অবস্থা) যখন আসে তখন তুমি এদেরকে তোমার দিকে এমনভাবে তাকাতে দেখবে যেন এদের চোখ মৃত্যুর ঘোরে আচ্ছন্ন করে দেয়া ব্যক্তির (চোখের ন্যায় আতঙ্কে) ঘুরছে। এরপর ভয় দূর হতে থাকলে এরা তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে তোমাদের জর্জরিত করে। আসলে এরা (তোমাদের) কল্যাণের ব্যাপারে ভীষণ কৃপণ<sup>১১</sup>। এরাই সেইসব লোক, যারা (সত্যিকার অর্থে) ঈমান আনেনি। অতএব আল্লাহ এদের কর্ম নিষ্ফল করে দিয়েছেন এবং আল্লাহর পক্ষে এটা (করা) অতি সহজ।

★ ২১। এরা মনে করে (আক্রমণকারী) দলগুলো এখনও চলে যায়নি। আর দলগুলো যদি (আবার) আক্রমণ করে বসে সেক্ষেত্রে এরা বেদুঈনদের সাথে মরণভূমিতে থেকে তোমাদের খোঁজখবর নিতে চাইবে। আর এরা তোমাদের মাঝে থাকলেও ২  
[১২] ১৮ এরা যুদ্ধ করতো না বললেই চলে<sup>১২</sup>।

فُلَّنِ يَنْفَعُكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَزْتُمْ  
مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَ رَادًا لَا  
شَمَّحُونَ لَا لَا قَلِيلًا<sup>(১)</sup>

فُلَّ مَنْ ذَا الَّذِي يَغْصِبُكُمْ مِّنَ اللَّهِ  
إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً  
وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَ  
لَا نَصِيرًا<sup>(২)</sup>

فَذَيْعَلَمُ اللَّهُ الْمَعْوِقِينَ مِنْكُمْ وَ  
الْقَائِلِينَ لِرَخْوَانِهِمْ هَلْمَ لَيْنَاءَ وَ  
لَا يَأْثُونَ الْبَاسَ لَا قَلِيلًا<sup>(৩)</sup>

أَشَحَّةً عَلَيْكُمْ هَفَادًا جَاءَ الْخَوْفُ  
رَأَيْتُهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدْرُزْ أَعْيُنُهُمْ  
كَالَّذِي يُغْشِي عَلَيْهِمْ مِّنَ الْمَوْتِ فَإِذَا  
ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِالسِّنَةِ  
جَدًا أَشَحَّةً عَلَى الْخَيْرِهِ أُولَئِكَ لَمْ  
يُؤْمِنُوا فَاحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ  
ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا<sup>(৪)</sup>

يَخْسِبُونَ الْأَخْرَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَلَنْ  
يَأْتِ الْأَخْرَابُ يَوْمًا لَوْ أَنَّهُمْ  
بَادُونَ فِي الْأَغْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ  
أَثْبَابِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِي كُمْ مَّا  
قَتْلُوا لَا لَا قَلِيلًا<sup>(৫)</sup>

২২। নিশ্চয় তোমাদের এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আল্লাহর রসূলের মাঝে ক্ষেত্র আদর্শ<sup>২৪৩</sup> রয়েছে, যে আল্লাহর ও পরিকালের সাক্ষাৎ সম্পর্কে আশা রাখে এবং আল্লাহকে অনেক বেশি স্মরণ করে।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُشْوَةٌ  
حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَزْجُوا إِلَّهَ وَ  
الْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا<sup>২৪৪</sup>

দেখুন ৪ ক. ৩৪৩২।

২৩৪২। ১৩নং আয়াতে মুনাফিকদের মনের বিচিত্র অবস্থার বর্ণনা শুরু হয়েছিল, বিশেষভাবে বিপদ্ধস্ত অবস্থায় তাদের মানসিক পরিবর্তনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে এসে সেই বর্ণনা সম্পূর্ণ হলো। মুনাফিকরা ভীরু ও ইন্নমনা। তারা মিথ্যাবাদী এবং শপথ ও চুক্তি পালনে বিমুখ। তারা বিশ্঵াস-ঘাতক, নিমকহারাম। তারা কৃপণ, ইন্নমনা ও লোভী। অল্প কথায়, তারা মুমিনদের সম্পূর্ণ উল্টারূপ।

২৩৪৩। নবী করীম (সা:) এর জীবনের সর্বাপেক্ষা কঠোর পরীক্ষা ছিল এই খন্দকের যুদ্ধ। এই কঠোরতম পরীক্ষা থেকে সফলতার সঙ্গে উত্তীর্ণ হওয়ার ফলে তাঁর নৈতিক শ্রেণি ও আধ্যাত্মিক মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি পেল। মানুষের মনের প্রকৃত পরিচয়, এর মাহাত্ম্য বা নীচতা তখনই সঠিকভাবে প্রকাশিত হয় যখন সে মহাবিপদে বা ঘোর অঙ্ককারে নিপত্তি হয় অথবা যখন সে নিজের শক্রকে স্বীয় পদতলে ভুল্পিত অবস্থায় দেখে কৃতকার্যতা ও বিজয়ের গৌরব অর্জন করে। ইতিহাস এই কথার ভূরি ভূরি সাক্ষ্য প্রমাণে ভরপুর, মহানবী (সা:) স্বীয় সঙ্কট মুহূর্তে যেমন মহান ও মহীয়ান ছিলেন, স্বীয় কৃতকার্যতা ও বিজয় মুহূর্তেও তেমনি মহান ও মহীয়ান ছিলেন। খন্দকের যুদ্ধ, উদ্দের যুদ্ধ ও হনায়নের যুদ্ধ তাঁর সুমহান চরিত্রের এক বিশিষ্ট দিক সম্পর্কে যেমন ব্যাপকভাবে আলোক সম্পাদ করে, তেমনি মক্কা-বিজয় তাঁর চরিত্রের অন্য বিশিষ্ট দিকের প্রতি ব্যাপকভাবে আলোক সম্পাদ করে। সম্পদে-বিপদে, জয়-পরাজয়ে তিনি সমভাবে মহান ও মহীয়ান। সঙ্কট ও বিপদ তাঁকে হতাশ বা মুহ্যমান করেনি, আবার কৃতকার্যতা ও বিজয় তাঁকে গর্বিত করেনি। হনায়নের যুদ্ধের দিনে যখন তিনি আয় একাকী রণাঙ্গনে ছিলেন এবং ইসলামের অস্তিত্ব আয় মিটে যাওয়ার উপক্রম হলো তখনো তিনি নির্ভয়ে নিষিদ্ধায় শক্রবুহুতে একা প্রবেশ করেন, আর তাঁর পবিত্র মুখে বীরত্বের উচ্চারিত হলো—‘আমি নিশ্চয়ই আল্লাহর নবী, আমি মিথ্যাবাদী নই। আমি আন্দুল মুত্তালিবের পুত্র।’ আর যেদিন মক্কা-বিজয়ের সাথে সারা আবর ভূমি তাঁর পদতলে প্রণত হলো তখন অবিসংবাদিত সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়েও তিনি গর্বিত ও উদ্বিদ্ধ হলেন না। তিনি শক্রের প্রতি ক্ষমা ও মহানুভবতা প্রদর্শন করলেন।

মহানবী (সা:) এর চরিত্র-মাহাত্ম্যের সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল সাক্ষ্য এটাই যে যারা তাঁর নিত্যসাধী ছিলেন এবং তাঁকে সর্বাপেক্ষা বেশি ঘনিষ্ঠভাবে চিনতেন তারা প্রত্যেকেই বিনা বাক্য ব্যরে তাঁর দাবির সাথে সাথে তাঁকে সত্যনবী বলে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা হলেন মহানবী (সা:) এর স্তু হয়রত খন্দাজা (রাঃ), তাঁর জীবনব্যাপী বন্ধু হয়রত আবুবকর (রাঃ), তাঁর চাচাত ভাই হয়রত আলী (রাঃ) এবং তাঁর মুক্তিপ্রাপ্ত কৃতদাস হয়েনদ (রাঃ)। মহানবী (সা:) ছিলেন উচ্চতম মানবতার মূর্ত প্রতীক। তিনি (সা:) ছিলেন সুন্দরের, কল্যাণের ও পরহিতের মহস্তম আদর্শ। তাঁর বৈচিত্র্যময় জীবনের ও মহান চরিত্রের যে কোন দিকে তাকিয়ে দেখুন, তিনি অনুপম। তিনি মানবতার জন্য অতুলনীয় দৃষ্টিত্ব ও আদর্শ। তিনিই সর্বাধিক অনুসরণযোগ্য। তাঁর জীবন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত উন্নত ইতিহাসের মতো পাতায় পাতায় বর্ণিত। তিনি এক এতীম বালক হিসাবে জীবন আরম্ভ করেন এবং সমগ্র জাতির ভাগ্যনিয়ন্তা হিসাবে জীবন সমাপ্ত করেন। বালক বয়সে তিনি ছিলেন শাস্ত, গভীর ও মর্যাদাবান। যৌবনের প্রারম্ভে তিনি ছিলেন নীতিবান, চারিত্রিক গুণাবলীর প্রকৃষ্ট উদাহরণ, ন্যায় ও গান্ধীরের মূর্ত প্রতীক। মধ্য বয়সে তিনি হলেন তাদের সকলের কাছে ‘আল আমীন’ (বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী)। ব্যবসায়ী হিসাবে তিনি ছিলেন বিবেক-বিবেচনা ও সততার শীর্ষে। তিনি অধিক বয়স্কা ও অল্প বয়স্কার পাণিগ্রহণ করলেন এবং তাঁরা সকলেই শপথপূর্বক তাঁর বিশ্বস্ততা, ভালবাসা, পবিত্রতা ও মহত্বের সাক্ষ্য দান করলেন। পিতা হিসাবে তিনি ছিলেন অতিশয় মেহশীল, বন্ধু হিসাবে ছিলেন বিশ্বস্ত ও বিবেচনাশীল। একটি অধিঃপতিত পাপাচারী সমাজের সংস্কারের কঠিন গুরুত্বপূর্ণ বোঝা যখন তার কাঁধে চাপলো এবং এই কারণে অত্যাচারিত ও নির্বাসিত হলেন তখন তিনি মোটেই দমলেন না, বরং অত্যন্ত ধৈর্য, সৈর্য ও মর্যাদার সাথে তা বরণ করে নিলেন। তিনি সাধারণ সৈন্যরূপে যুদ্ধ করেছেন, আবার বড় বড় সেনাবাহিনীকে পরিচালনাও করেছেন। তিনি পরাজয় বরণ করেছেন, বিজয়ীও হয়েছেন। তিনি আইন-প্রণয়ন করেছেন, আবার বিচারকের কাজও করেছেন। তিনি ছিলেন একাধারে রাষ্ট্রনীতিবিদ, শিক্ষাদাতা ও মানুষের নেতা। ”রাষ্ট্রপতি ও ধর্মাধিপতিরূপে তিনি ছিলেন একাধারে সীজার ও পোপ। কিন্তু তিনি পোপ হওয়া সত্ত্বেও পোপের ভূষণ-ভড় কিছুই তাঁর ছিল না। তিনি সীজার ছিলেন বটে, কিন্তু সীজারের রাজদণ্ড তাঁর ছিল না। নিয়মিত সেনাবাহিনী ছাড়া, নিয়মিত দেহ-রক্ষী ছাড়া, নিয়মিত রাজস্ব ও রাজপ্রাসাদ ছাড়া যদি কোন মানুষের একথা বলার অধিকার থাকে যে তিনি ঐশ্বী অধিকার বলে শাসন করেছেন, তবে সেই অধিকার একমাত্র

২৩। আর মু'মিনরা যখন (আক্রমণকারী) দলগুলোকে দেখতে পেল তখন তারা বললো, 'আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল আমাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন<sup>২৩৪৪</sup> এ তো তা-ই। আর আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল সত্য বলেছিলেন।' আর এ (ঘটনাটি) তাদের ঈমান ও আত্মসমর্পণের (মাত্রা) আরো বাড়িয়ে দিল।

২৪। মু'মিনদের মাঝে এমন অনেক পুরুষ রয়েছে যারা আল্লাহ'র সাথে তাদের কৃত অঙ্গীকার সত্য প্রমাণ করে দেখিয়েছিল<sup>২৩৪৫</sup>। আর তাদের মাঝে এমনও (লোক) আছে যারা নিজেদের সংকল্প পূর্ণ করেছে (অর্থাৎ শাহাদত বরণ করেছে)। আর তাদের মাঝে এমনও (লোক) আছে যারা এখনো অপেক্ষা করছে এবং তারা কখনো (নিজেদের সংকল্পের) কোন পরিবর্তন করেনি।

২৫। (এর ফলে) ক্ষেত্রে আল্লাহ্ এমন সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যতার প্রতিদান দিবেন এবং তিনি চাইলে মুনাফিকদের আয়াব দিবেন অথবা কৃপাভরে তাদের তওবা গ্রহণ করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

২৬। আর আল্লাহ্ অঙ্গীকারকারীদেরকে তাদের ক্রুদ্ধ অবস্থায় (মদীনা থেকে) ফিরিয়ে দিলেন<sup>২৩৪৬</sup> (এবং) তারা কোন কল্যাণ লাভ করতে পারেনি। আর যুক্তে আল্লাহই মু'মিনদের পক্ষে যথেষ্ট হয়ে গেলেন। আল্লাহ্ অতি ক্ষমতাবান (ও) মহা পরাক্রমশালী।

দেখুন : ক. ৪৮৪৬,৭।

মুহাম্মদ (সাঃ) এরই রয়েছে। কেননা তিনি সর্বময় ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিকারী ছিলেন, যদিও ক্ষমতা প্রয়োগের সকল যন্ত্র ও ব্যবস্থাপনা তাঁর হাতে মোটেই ছিল না। তিনি নিজ হাতে গৃহকর্ম করতেন, চামড়ার মাদুরে শয়ন করতেন। দৈনিক কয়েকটি খেজুর কিংবা বার্লি-রুটি মাত্র পানিসহ খেতেন। সারা দিনব্যাপী নানাবিধি কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের পর রাতের প্রহরগুলো তিনি দেয়া ও প্রার্থনায় কাটিয়ে দিতেন। এমন কি দাঁড়িয়ে দীর্ঘ সময়ব্যাপী দোয়া করতে করতে পায়ের পাতা দুটি ফুলে যেত। বিশেষ এমন কোন দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই যিনি এতসব পরিবর্তিত অবস্থা ও অবস্থানের ভিতর দিয়ে জীবন কাটিয়েছেন অথচ নিজে সামান্য পরিবর্তিত হন নি।" (মুহাম্মদ এবং মুহাম্মদনিজম : বসওয়ার্থ স্মীথ)।

২৩৪৮। অবিশ্বাসীদের জেটবন্ধ বাহিনীগুলোর পরাজয় ও মুসলমানদের বিজয় সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি এই আয়াত অঙ্গুলি নির্দেশ করছে (৩৮:১২ এবং ৫৪:৪৬)।

২৩৪৯। এই আয়াতটি নবী করীম (সাঃ) এর শিষ্যগণের স্ত্রী, ধৈর্য, বিশ্বস্ততা ও একাগ্রতা এবং তাঁদের বিশ্বাসের দৃঢ়তা সম্বন্ধে এক স্মরণিকা বিশেষ। অন্য কোন নবীর অনুসারীরা বিশ্বস্ততা ও সৎকর্মশীলতার এত বড় প্রশংসাপত্র আল্লাহ'র কাছ থেকে পাননি। প্রভু মুহাম্মদ (সাঃ) যেমন নবীগণের মধ্যে স্বীয় কর্তব্য পালনের দিক দিয়ে অনন্য ও অদ্বিতীয়, তাঁর সাহাবীগণও তেমনি নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের দিক দিয়ে অতুলনীয়।

২৩৪৬। দুর্বর্ষ কাফিরদের সম্মিলিত আক্রমণ আল্লাহ্ তাআলা ব্যর্থ করেছিলেন। তারা অবরোধ তুলতে বাধ্য হলো। তাদের এই অপবিত্র ও ঘৃণ্য উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে ব্যর্থ হয়ে তারা রাগে, ক্ষেত্রে নিজেরা ভিতরে ভিতরে জুলতে লাগলো। তারা এমন শিক্ষালাভ করলো যে আর কখনো মদীনা আক্রমণের চিন্তা তাদের মনে স্থান পায়নি। এখন থেকে যুদ্ধ করা না করার

وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَخْرَابَ قَالُوا  
هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ  
اللَّهُ وَرَسُولُهُ زَوْمَادَهُمْ لَا إِيمَانًا  
وَتَشْلِيمًا

مَنِ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا  
عَاهَدُوا اللَّهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ  
قَضَى نَحْبَةً وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ  
مَا بَدَّ لَوْا تَبَدِّلُ يَلْغَى

لِيَجِزِيَ اللَّهُ الصِّدِّيقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَ  
يُعَذِّبِ الْمُنْفِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ  
عَلَيْهِمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

وَرَدَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْبِظِهِمْ لَمْ  
يَنْأَلُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ  
الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ أَعْلَمُ عَزِيزًا

২৭। আর আহলে কিতাব থেকে যারা তাদের (অর্থাৎ কাফিরদের) সাহায্য করেছিল ক্ষতাদেরকে তিনি তাদের দুর্গ থেকে নামিয়ে আনলেন এবং তাদের অস্তরে ভয় ঢুকিয়ে দিলেন। (তখন) তাদের একদলকে তোমরা হত্যা করছিলে এবং অপর দলকে তোমরা বন্দী করছিলে<sup>২৩৪৭</sup>।

৩  
[৭]

১৯। প্রত্যেক বিষয়ে সর্বশক্তিমান।★

২৯। হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদের বল, ‘তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও এর শোভাসৌন্দর্য চাও তাহলে আস আমি তোমাদেরকে পার্থিব সুখস্বাচ্ছন্দ্য দিয়ে দেই এবং তোমাদের সুন্দরভাবে বিদায় করে দেই<sup>২৩৪৮</sup>। আর আল্লাহ<sup>عز</sup>

৩০। কিন্তু তোমরা যদি আল্লাহ<sup>عز</sup> ও তাঁর রসূল এবং পরকালের ঘর চাও তবে (জেনে রাখ) নিশ্চয় আল্লাহ<sup>عز</sup> তোমাদের মাঝে সংকর্মপরায়ণদের জন্য অনেক বড় পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন।’

দেখুন : ক. ৫৯৪৩।

এখতিয়ার মুসলমানদের হাতে চলে গেল। খন্দকের যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসের মোড় ঘূরিয়ে দিল। দুর্বল, অত্যাচারিত ও নির্যাতিত সংখ্যালঘুর অবস্থান থেকে মুসলমানরা আরবদেশের এক মহাশক্তিতে পরিগণিত হলো।

২৩৪৭। বিশ্বাসঘাতক বনু কুরায়া গোত্র মহানবী (সাঃ) এর সাথে শপথ করে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল যে শক্ররা মদীনায় মুসলমানদেরকে আক্রমণ করলে তারা মুসলমানদের সাথে থাকবে ও সাহায্য করবে। কিন্তু খন্দকের যুদ্ধের সময় দেখা গেল, বনু নায়ির গোত্রের নেতা হুয়ি এর প্ররোচনায় বনু কুরায়া গোত্র দ্বীয় অঙ্গীকার ও চুক্তিভঙ্গ করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ কাফিরদের সঙ্গে যোগদান করলো। যখন এই সম্মিলিত আক্রমণ ব্যর্থভায় পর্যবসিত হলো মহানবী (সাঃ) তখন বনু কুরায়ার বিরুদ্ধে অগ্রসর হলেন এবং তাদের ঘাঁটিতেই তাদেরকে অবরোধ করলেন। এই অবরোধ ২৫ দিন স্থায়ী ছিল। অতঃপর তারা অন্ত সংবরণ করে মহানবী (সাঃ) এর স্থলে আউস গোত্রের প্রধান সাঁদ বিন মুআয়ের ‘মধ্যস্থতা’ মেনে নিল। সাঁদ মূসায়ী বিধান (ফিতীয় বিবরণ-২০৪১০-১৫) অনুযায়ী বনু কুরায়াকে শাস্তি প্রদান করলেন।

২৩৪৮। এখানে খয়বারের ভূমির প্রতি ইঙ্গিত থাকতে পারে অথবা ইঙ্গিত রয়েছে পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের প্রতি বা আরো দূরবর্তী কোন দেশের প্রতি যাতে মুসলমানরা তখনো পর্দাপণ করেনি, কিন্তু যা অদূর ভবিষ্যতে মুসলমানদের অধিকারে এসে যাবে।

★[এতে এমন সব এলাকা বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, যেখানে এখনো মুসলমানদের পা রাখার সুযোগ হয়নি। আসলে এতে ভবিষ্যদ্বাণীর এক দীর্ঘ ধারার উল্লেখ করা হয়েছে। (হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে:) কর্তৃক উর্দ্ধতে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৩৪৯। যেহেতু মহানবী (সাঃ) এর স্ত্রীগণ (রাঃ) নৈতিক ও সামাজিক সম্বন্ধবারের আদর্শ নমুনা ছিলেন, সেহেতু এটাই তাদের পক্ষে শোভনীয় ছিল তাঁরা আত্মাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। এমন নয় যে অর্থ বা ভোগ তাদের জন্য একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। তবু সংযম ও ত্যাগ-তিতিক্ষার উচ্চতম আদর্শ ও দৃষ্টান্ত স্থাপনই ছিল তাঁদের কাজ। পার্থিব জীবনের সুযোগ-

وَأَنْزَلَ اللَّذِينَ ظَاهِرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ  
الْكِتَبِ مِنْ صَيَا صَيِّهِمْ وَقَدَّفَ  
فِي قُلُوبِهِمُ الرُّغْبَةَ فَرِيقًا  
تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا<sup>⑯</sup>

وَأَوْرَثُكُمْ أَذْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَ  
آمْوَالَهُمْ وَأَذْصَالَهُمْ تَطْهُرَهَا وَكَانَ  
اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا<sup>⑯</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِي قُلْ لِإِرْأَجِلَّانْ كُنْتَ  
تُرِدَنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا  
فَتَعَالَيْنَ أَمْتَعْكَنَ وَ أَسْرِحْكَنَ  
سَرَاحًا جَوِيلًا<sup>⑯</sup>

وَإِنْ كُنْتَ تُرِدَنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ  
الدَّارَ الْأُخْرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعْلَمَ  
لِلْمُحْسِنِ مِنْ كُنْ আজ্ঞা عَظِيمًا<sup>⑯</sup>

৩১। হে নবীর স্ত্রীরা! তোমাদের মাঝে যে-ই প্রকাশ্যভাবে অসদাচরণ করবে<sup>২৩৪৯-ক</sup> তাকে দিগ্নগ আয়াব দেয়া হবে<sup>২৩৫০</sup>। আর আল্লাহর জন্য এমনটি (করা) সহজ।

يَنِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنْ  
يُفَاجِهُشِةٌ مُّبِينَةٌ يُضَعَّفُ لَهَا  
الْعَذَابُ ضَحْفَيْنِ وَ كَانَ ذَلِكَ عَلَى  
اللَّهِ يَسِيرًا ④

**কুল মুক্তি**  
৩২। আর তোমাদের মাঝে যে-ই<sup>২৩৫১</sup> আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে এবং সৎকাজ করবে তাকে আমরা দুবার পুরস্কার দিব। আর আমরা তাঁর জন্য অতি সম্মানজনক রিয়্ক প্রস্তুত করে রেখেছি।

وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنْ يَلِهُ وَرَسُولِهِ وَ بِ  
تَعْمَلَ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرْتَبَيْنِ ۖ  
وَآغْتَدْ نَالَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ⑤

৩৩। হে নবীর স্ত্রীরা! তোমরা যদি তাকওয়া অবলম্বন করে থাক তাহলে তোমরা সাধারণ নারীদের মত নও। অতএব তোমরা কোমল সুরে কথা বলো <sup>২৩৫২</sup>। তাহলে যার মনে ব্যাধি আছে সে প্রলুক হয়ে পড়বে। আর তোমরা (লোকদের সাথে) ন্যায়সঙ্গত কথা বলো।

يَنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ حَاجِدِ مِنَ النِّسَاءِ  
إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ  
فَيَطْمَمَ الْذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَّ قُلْنَ  
قَوْلًا مَّخْرُوفًا ⑥

★ ৩৪। আর তোমরা (মানবর্যাদার সাথে) নিজেদের ঘরেই থেকে<sup>২৩৫৩</sup>। আর তোমরা অঙ্গ যুগের সাজগোজের ন্যায় সাজগোজ করো না, তোমরা ক'নামায কায়েম করো, যাকাত দিও এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করো। হে আহলে বায়ত (অর্থাৎ নবী পরিবার)! নিচয় আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে (সব ধরনের) অপবিত্রতা দূর করতে চান এবং তোমাদের পুরোপুরি পবিত্র করতে চান।

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ وَ لَا تَبْرَجْنَ  
تَبْرَجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَ أَقْمَنَ  
الصَّلُوةَ وَ أَتَيْنَ الرِّزْكَوْنَ وَ أَطْعَنَ اللَّهَ  
وَرَسُولَهُ مَا نَمَّا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ  
عَنْكُمُ الْرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطْهِرَكُمْ  
طَهِيرًا ⑦

দেখুন : ক. ১৯৪৫৬; ২০৪১৩৩।

সুবিধা ভোগ, সম্পদশালী সুখী জীবনের প্রত্যাশাকে বিসর্জন দিয়ে উচ্চতর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন যাপনকে বেছে নেয়াতেই উচ্চ পর্যায়ের ত্যাগ প্রকাশ পায়। নবী-সহধর্মগীদের এরপ ত্যাগের মহিমায় দীপ্ত হওয়া উচিত। এই আয়াতে ও পরবর্তী কয়েকটি আয়াতে নবী-সহধর্মগীদের বলা হয়েছে, তাঁরা হয় নবী করীম (সাঃ) এর চির-সঙ্গী থেকে সংযম ও ত্যাগের পথ বরণ করবেন, নতুবা (নবীকে ছেড়ে) ভোগ-বিলাসের জীবনকে বেছে নিবেন।

২৩৪৯-ক। সেই ব্যবহারিক জীবন যা বিশ্বাসের দৃঢ়তার প্রকাশক নয়।

২৩৫০। এই আয়াতে ব্যবহৃত 'ফাহিশা' শব্দটির তাৎপর্য হলো, পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ (লেইন)। নবী-পত্নীরা (রঃ) যদি পার্থিব-সঙ্গে লালায়িত হন তাহলে তাঁরা অন্যান্য স্ত্রীলোকের জন্য অতি খারাপ দষ্টান্ত স্থাপন করবেন। অন্যান্য স্ত্রীলোক নবী-পত্নীদের আদর্শ অনুসরণ করতে বাধ্য। অতএব নবী-পত্নীদের দায়িত্ব খুব বেশি। ঐ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন না করলে নবী-পত্নীরা দিগ্ন শাস্তি পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হবেন। অপরদিকে যদি তাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সাঃ) এর অনুরক্ত ভক্ত থাকেন, আত্মত্যাগের মহত্তী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন এবং এর মাধ্যমে অন্যান্য স্ত্রীলোকদের সংযত ও সুন্দর জীবন যাপনের প্রেরণাস্থল হন তাহলে তাঁরা দিগ্ন পুরস্কারের অধিকারী হবেন।

২৩৫১। 'ইয়াক্নু-ৎ' ক্রিয়া পদটি পুঁলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ 'মান' শব্দটি এই ক্রিয়ার কর্তা। 'মান' (যে কেউ) শব্দটির সঙ্গে সর্বদাই ক্রিয়াপদের পুঁলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়।

২৩৫২। যদিও রসূলে পাক (সাঃ) এর স্ত্রীগণকে (রাঃ) এখানে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে পুরুষদের সঙ্গে কথা বলার সময় তাঁরা যেন নিজেদের উচ্চ মর্যাদা ও সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রেখে অত্যন্ত ভদ্রতা, শালীনতা ও স্বকীয়তার পরিচয় দেন, তবু সকল মুসলমান স্ত্রীলোকই এই অধ্যাদেশের আওতায় আসে।

২৩৫৩। এই কথাগুলো দ্বারা বোঝা যায়, স্ত্রীলোকের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কাজের গতি তার গৃহ। এর অর্থ এই নয় যে সে চার দেয়ালের বাইরে যেতে পারবে না। ন্যায্য কার্য সমাধার জন্য কিংবা ন্যায্য প্রয়োজন মিটাবার জন্য সে যতবার চায় বাইরে যেতে পারবে। কিন্তু গৃহকর্ত্রীর দায়িত্ব-কর্তব্য অবহেলা করে স্ত্রী-পুরুষের মিশ্রিত সমাজে মুক্তভাবে চলাফেরা করা

৩৫। আর আল্লাহর আয়াতসমূহ ও প্রজ্ঞার<sup>৩০৪</sup> যেসব কথা

তোমাদের ঘরে পড়ে শোনানো হয় তা তোমরা স্মরণ রেখো ।

[৭] নিশ্চয় আল্লাহ অত্যন্ত সৃষ্টিদর্শী (ও) ভালো করেই

১ অবহিত ।

৩৬। \*মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী, মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনয়ী পুরুষ ও বিনয়ী নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, রোয়া পালনকারী পুরুষ ও রোয়া পালনকারী নারী, নিজেদের লজ্জাস্থানের সুরক্ষাকারী পুরুষ ও সুরক্ষাকারী নারী এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও স্মরণকারী নারী, এদের সবার জন্য আল্লাহ ক্ষমা ও মহা পুরক্ষার প্রস্তুত করে রেখেছেন<sup>৩০৫</sup> ।

وَأَذْكُرْنَّ مَا يُتْلَى فِي بُيُونُكُنَّ مِنْ أَيْتٍ  
اللَّهُ وَالْحِكْمَةُ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا  
خَيْرًا<sup>⑥</sup>

إِنَّ الْمُشْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَ  
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنِيْتِينَ وَ  
الْقَنِيْتِ وَالصَّدِيقِينَ وَالصَّدِيقَاتِ وَ  
الصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِعِينَ وَ  
الْخَشِعَتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ  
وَالصَّارِئِينَ وَالصَّارِئَاتِ وَالْحَفَظِينَ  
فِرُّوجَهُمْ وَالْحَفَظَتِ وَالْدَّاِكِرِينَ  
اللَّهُ كَثِيرًا وَالْدَّاكِرَاتِ «أَعَدَ اللَّهُ  
لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا<sup>⑦</sup>

দেখুন : ক. ৯১১২ ।

কিংবা পুরুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যে কোন প্রকারের কাজ-কর্মে, পেশায় বা চাকুরী-বাকুরীতে অবাধে পুরুষের সাথে নিজেকে নিয়োজিত করতে ইসলাম বাধা আরোপ করে । এরূপ করা ইসলামে স্ত্রীলোকের মর্যাদার যে ধারণা তার বিপরীত । বিশেষ করে মহানবী (সাঃ) এর স্ত্রীগণ ‘বিশ্বাসীদের মাতা’ (উমুল মু'মিনীন) রূপে যে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন তারই প্রেক্ষিতে তাঁদের নিজেদের গৃহে থাকা প্রয়োজন ছিল । কেননা মুসলমানরা প্রায়শ তাঁদেরকে সালাম ও শুন্দাভজি জ্ঞাপন করার জন্য তাদের কাছে আসতেন এবং সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয়ে তাদের নিকট প্রয়োজনীয় উপদেশ ও পথ-নির্দেশ চাইতে আসতেন । এসব নির্দেশ সকল মুসলমান স্ত্রীলোকের ওপর সমভাবে প্রযোজ্য । কুরআনের বাগ্ধারাই অনেকটা এরূপ যে যেখানে মহানবী (সাঃ)কে আহ্বান করে কোন কথা, উপদেশ বা নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেখানে ঐ আহ্বান সমভাবে সকল মুসলমানের ওপরই বর্তেছে । সেরূপে যেসব নির্দেশ নবী-পত্নীগণের ওপরে প্রযোজ্য তা সমভাবে সকল মুসলমান স্ত্রীলোকের ওপরও প্রযোজ্য ।

‘আহ্লুল বায়ত’ শব্দগুলো দ্বারা প্রধানত ও প্রথমত মহানবী (সাঃ) এর পত্নীগণকে বুঝায় । প্রসঙ্গ থেকেও তা-ই বুঝায় । এছাড়া ১১নং সূরার ৭৪নং আয়াত এবং ২৮নং সূরার ১৩নং আয়াতেও এ কথাই বুঝায় । তবে ব্যাপক অর্থে এর দ্বারা একটি পরিবারের পুত্র-কন্যা-নাতী-নাতনীসহ বাড়ীর সকল সদস্যকেও বুঝায় । মহানবী (সাঃ) স্বয়ং তাঁর কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবীকে ‘আহলে বায়ত’ এর অন্তর্ভুক্ত বলেছেন । মহানবীর প্রসিদ্ধ হাদীস আছে, “সালমান আমার (আহলে বায়ত) পরিবারের সদস্য” (সগীর) ।

২৩৫৪। মহানবী (সাঃ) এর সঙ্গী হিসাবে তাঁর মহিয়সী স্ত্রীগণের কর্তব্য ছিল তাঁরা মু'মিনদের জন্য সদগুণ, পুণ্য, পবিত্রতা ও ধার্মিকতার প্রতীক ও দৃষ্টান্ত হবেন । তদুপরি ইসলামের ধর্ম-বিশ্বাস ও নীতিমালা, যা তাঁরা মহানবী (সাঃ) এর সাহচর্যে থেকে নিজেরা শিখেছেন তা বিশ্বাসীগণকেও শিখাবেন ।

২৩৫৫। ইসলামের শক্তরা এই অপবাদ দেয়, ইসলামে নারীর মর্যাদা পুরুষের মর্যাদা থেকে কম । এই আয়াত এরূপ অপবাদকে কার্যকরীভাবে রদ করেছে । কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী নারীর পুরুষের মতই সমর্যাদাশীল । পুরুষেরা যে সব আধ্যাত্মিক মর্যাদা লাভ করতে পারে, স্ত্রীলোকেরা সেই সকল মর্যাদায় উন্নীত হতে পারে । পুরুষ মানুষ যে সকল সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করতে পারে, স্ত্রীলোকেরাও সমভাবে সেই অধিকারসমূহ ভোগ করতে পারে । তবে তাদের কর্মক্ষেত্রের ব্যাপারে ব্যবধান আছে বলেই তাদের কর্তব্যেও বিভিন্নতা আছে । কর্তব্য, দায়িত্ব ও কর্মক্ষেত্রের বিভিন্নতার কারণে ভুলক্রমে কিংবা ইচ্ছা করেই ইসলামের শক্তিভাবাপন্ন সমালোচকরা মনে করেন, ইসলাম স্ত্রীলোককে পুরুষের সমান মর্যাদা দেয় না । মনে রাখা উচিত, কার্যক্ষেত্র ও দায়িত্ববলীর বিভিন্নতাকে মর্যাদার বিভিন্নতা মনে করা ঠিক নয় ।

৩৭। আর ক্ষেত্রে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল যখন কোন বিষয়ে মীমাংসা করে দেন তখন কোন মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীর তাদের নিজেদের বিষয়ে মীমাংসা করার অধিকার খাটানো সমীচীন নয়<sup>২৩৫</sup>। আর যে-ই আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের অবাধ্যতা করে সে অবশ্যই সুস্পষ্ট বিপথগামিতায় পড়ে রয়েছে।

৩৮। আর (শ্বরণ কর) যাকে আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছিলেন এবং তুমি ও অনুগ্রহ করেছিলে<sup>২৩৬</sup> তাকে যখন তুমি বলেছিলে, ‘তুমি তোমার স্ত্রীকে নিজের কাছে রাখ (অর্থাৎ তাকে তালাক দিও না) এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর।’ আর আল্লাহর যা প্রকাশ করার ছিল তা তুমি নিজ অন্তরে গোপন করছিলে এবং তুমি মানুষকে ভয় করছিলে। অথচ আল্লাহ্ এ বিষয়ে বেশি অধিকার রাখেন যেন তুমি তাঁকেই ভয় কর। অতএব যায়েদ যখন তার (স্ত্রীর) সম্বন্ধে (তালাক দেয়ার) ইচ্ছা পূর্ণ করলো<sup>২৩৭-ক</sup> তখন আমরা তাকে তোমার সাথে বিয়ে দিয়ে দিয়ে দিলাম যেন মু'মিনদের জন্য তাদের পালিত পুত্রের স্ত্রীকে (বিয়ে করার ব্যাপারে) কোন সংকোচ না থাকে, যখন এরা (অর্থাৎ পালিত পুত্ররা) তাদের (অর্থাৎ স্ত্রীদের) সম্বন্ধে ইচ্ছা পূর্ণ করে (অর্থাৎ তালাক দিয়ে দেয়)। আর আল্লাহর সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়েই থাকে<sup>২৩৭-খ</sup>।

দেখুন : ক. ৪৯৬৬।

২৩৫৬। মহানবী (সা:) এর বহুদিনের পোষিত ইচ্ছা এটাই ছিল যে নিজের পুত্রবৎ পালিত মুক্ত-দাস হ্যরত যায়েদের সাথে ফুফাত বোন যয়নাবের বিয়ে দিবেন। কিন্তু যয়নাব এতে ইতস্তত করছিলেন। এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার কারণ এটাই। তবে যয়নাবের প্রশংসা করতে হয় যে মহানবী (সা:) এর ইচ্ছার কাছে নিজের ইচ্ছাকে বিসর্জন দিয়ে নিজের ব্যক্তিগত পছন্দের বিরলদে তিনি যায়েদকে বিয়ে করতে সম্মত হলেন। অবশ্য নবী করীম (সা:) যয়নাবকে এ বিষয়ে মোটেই কোন পীড়াপীড়ি করেননি। নবী করীম (সা:) এর প্রকাশিত ইচ্ছার প্রতি শুন্দা প্রদর্শনের জন্যই যয়নাব এ বিয়েতে নিজে থেকে সম্মত ছিলেন।

২৩৫৭। যায়েদ ইবনে হারিস ছিলেন রসূলে পাক (সা:) এর কৃতদাস যাকে তিনি মুক্তি দিয়ে পোষ্য-পুত্ররূপে লালন-পালন করেছিলেন। ইসলামে পোষ্যপুত্র গ্রহণ অবৈধ হ্বার অনেক পূর্বে তিনি তাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন।

২৩৫৭-ক। তাকে তালাক দিল। ‘ওয়াতারা’ অর্থ অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন, অভাব, অভাবের বস্তু (মুফরাদাত, লেইন)।

২৩৫৭-খ। নবী করীম (সা:) এর ফুফুর কন্যা ছিলেন যয়নাব। এ হিসাবে তিনি ছিলেন পূর্ণ রক্তের আরব মহিলা। তিনি ছিলেন গৌরবের অধিকারিণী, মর্যাদাশালিনী মহিলা। ইসলাম বিশ্বকে এমন একটা অভিনব সভ্যতা ও সংস্কৃতি দিতে এসেছিল যেখানে শ্রেণীভেদ, বৎশ মর্যাদা, কায়েমী স্বার্থ ইত্যাদির স্থান রইলো না। সকল মানুষই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর কাছে সমান। এই সুমহান ইসলামী আদর্শকে ভূপৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি নিজের পরিবারেই তা প্রথমে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিলেন। তিনি যয়নাবকে যায়েদের সাথে বিয়ে দিতে চাইলেন। যায়েদ যদিও তখন মুক্ত মানুষ, তথাপি তার অতীতের কৃতদাসত্ত্ব অনেকের মনে তখনো জাগরুক ছিল। কৃতদাসত্ত্বের এই চিহ্ন তথা ‘মুক্ত’ ও ‘কৃতদাস’ এর মধ্যকার অসঙ্গত এই ব্যবধান দূর করার জন্যই মহানবী (সা:) যয়নাবের সাথে যায়েদের বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছার প্রতি শুন্দা প্রদর্শনের জন্য যয়নাব এই প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। নবী করীম (সা:) এর উদ্দেশ্য পূরণ হলো। জাতিভেদ, বর্ণভেদ ও শ্রেণীভেদ উচ্ছেদ করা হলো। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এ বিয়ে স্থায়ী হলো না। তবে এ বিয়ে স্থায়ী না হওয়াতে যায়েদ ও যয়নাবের মধ্যে সামাজিক মর্যাদার বৈষম্যকে মোটেই দায়ী করা যায় না। কারণ দুজনের মধ্যে একেপ বৈষম্যের কথা কখনো উল্থিত হয়নি। তবে দুজনের চাল-চলন ও মেজায়-মর্জির মধ্যে মিল ছিল না এবং যায়েদ সর্বদাই নিজেকে হেয় মনে করতেন যা যয়নাবের মনকে

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ رَدًا قَضَى  
إِنَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ  
الْخَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِي اللَّهَ وَ  
رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا<sup>১৪</sup>

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي آتَيْنَا نِعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ  
آتَيْنَاكَ عَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ  
وَاتْقِ اِنَّهُ وَتُحْفِنِ فِي نَفْسِكَ مَا اِنَّهُ  
مُبِدِّي وَتَخْشِي النَّاسَ وَإِنَّهُ أَحَقُّ  
أَنْ تَخْشِيَهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا  
وَطَرَّ زَوْجَنَّهَا لِكَنَّ لَا يَكُونَ عَلَى  
الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَرْوَاحِ  
أَذْعَيَّا إِيَّاهُمْ رَدًا قَضَوا مِنْهُنَّ وَطَرَاد  
وَكَانَ أَمْرُ اِنَّهُ مَفْعُولاً<sup>১৫</sup>

৩৯। নবীর জন্য সেই বিষয়ে কোন দোষারোপ হতে পারে না যা আল্লাহ তার জন্য বাধ্যতামূলক করেছেন<sup>২৩৫৮</sup>। পূর্ববর্তী লোকদের বেলায়ও আল্লাহর একই বিধান ছিল। আর আল্লাহর সিদ্ধান্ত অনড় অটল হয়ে থাকে।

৪০। (আল্লাহর এ বিধান সেইসব নবীর ক্ষেত্রে কার্যকর হয়ে গেছে) যারা আল্লাহর বাণী পৌছে দিত, তাঁকে ভয় করতো এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকেও ভয় করতো না। আর হিসাব গ্রহণে আল্লাহই যথেষ্ট।

দেখুন : ক. ৬৭৪১৩।

পীড়া দিত। এই বিয়ের অকৃতকার্যতায় নবী করীম (সাঃ) এর মনে সাধারণভাবেই কষ্টের উদ্দেশ্য হলো। কিন্তু এতে আরেকটি উপকার সাধিত হলো। এই আয়াতেরই শেষাংশে বর্ণিত আল্লাহর এক আদেশে মহানবী (সাঃ) স্বয়ং যয়নাবকে বিয়ে করে আরবদের বহু পুরনো একটি কুসংস্কারের মূলোৎপাটন করলেন। কুসংস্কারটি ছিল, পোষ্যপুত্রের পরিত্যঙ্গ স্ত্রীকে নিজের স্ত্রীরূপে গ্রহণ করা মহা অন্যায় ও পাপ। ফলে পোষ্যপুত্রকে নিজের ওরসজাত পুত্রের অধিকার ও স্থান দিয়ে লালন-পালন করার রীতি বাতিল হয়ে গেল এবং এরপে ধারণাও উঠে গেল। এরপে যয়নাবের সাথে যায়েদের বিয়ে সম্পাদনের মাধ্যমে একটি মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হলো এবং এই বিয়ের অস্থায়িত্ব আরেকটি মহৎ উদ্দেশ্য অর্জনের উপলক্ষ্যও হলো।

‘আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর’ এই উপদেশ-বাক্যের তাৎপর্য হলো, যায়েদ যয়নাবকে তালাক দিতে চাচ্ছিলেন। যেহেতু ইসলামের শিক্ষান্যায়ী ‘তালাক দান’ আল্লাহর কাছে একটি ঘৃণ্য কাজ, সেইজন্য মহানবী (সাঃ) যায়েদকে এ কাজ থেকে বিরত রাখতে চেয়েছিলেন। ‘তুমি আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর’ বাক্যাংশটি যায়েদের প্রতিও আরোপিত হতে পারে এবং নবী করীম (সাঃ) এর প্রতিও আরোপিত হতে পারে। যায়েদের প্রতি আরোপিত হলে এর অর্থ দাঁড়াবে : যয়নাবের সাথে তার বিবাহ-বিছেদের কথা ও কারণ যায়েদ লুকাতে চাচ্ছিলেন। কারণ ‘আল্লাহর তাকওয়াত অবলম্বন’ কথাটিতে বুঝা যায়, দোষ যয়নাবের চাইতে যায়েদেরই ছিল বেশি। বাক্যাংশটিকে মহানবী (সাঃ) এর প্রতি আরোপ করলে অর্থ দাঁড়াবে : যেহেতু যায়েদের সাথে যয়নাবের বিয়ে তাঁর ইচ্ছা ও উদ্যোগে হয়েছিল, সেহেতু তিনি এই বিবাহ-বিছেদ দ্বারা ইসলামী ভার্তাত্ত্ববোধের প্রথম পরীক্ষায় অকৃতকার্য সাব্যস্ত হওয়ায় দুর্বল বিশ্বাসের লোকেরা বিব্রত ও মানসিক চাঞ্চল্যবোধ করবে। ‘তুমি মানুষকে ভয় করছিলে’ বাক্যটিতে এ কথাই বলা হয়েছে।

মহানবী (সাঃ) এর সাথে যয়নাবের বিয়েকে কেন্দ্র করে ইসলামের সমালোচক কোন কোন খৃষ্টান মিথ্যা অপবাদ ও হীন আক্রমণ রচনা করেছে। তারা বলে, মহানবী (সাঃ) ঘটনাক্রে যয়নাবকে দেখতে পেয়ে তার সৌন্দর্যে আগ্রহারা ও বিমুক্ত হয়ে গেলেন। তিনি (সাঃ) যয়নাবকে বিয়ে করতে চান এ কথা যায়েদ টের পেয়ে যয়নাবকে তালাক দিতে চাইলেন। নবী করীম (সাঃ) এর জীবনের চরম শক্ররা যাদের চোখের সামনে এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল, তারা পর্যন্ত তাঁর (সাঃ) সম্বন্ধে এমন কৃৎসিং ধারণা পোষণ ও প্রকাশ করতে সাহস করেনি যা বহু শতাব্দী পরে এই খৃষ্টান সমালোচকরা নিজ থেকে আরোপ করেছে। সমসাময়িক শক্ররাও যখন তাঁর প্রতি এরপ অপবাদ আবিষ্কার করেনি তখন শত শত বছর পরে খৃষ্টান সমালোচকদের আরোপিত এই অপবাদ যে একেবারে ভিত্তিহীন ও কল্পিত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যয়নাব ছিলেন মহানবী (সাঃ) এর ফুফাত বোন এবং এই ঘনিষ্ঠ আস্থায়তার কারণে তিনি তাঁকে পর্দা প্রথার নির্দেশপ্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত বহুবার দেখেছিলেন। তা ছাড়া মহানবী (সাঃ) এর পুনঃ পুনঃ ব্যক্ত ইচ্ছার সম্মান রক্ষার্থে যয়নাব যায়েদকে বিয়ে করতে সম্মত হয়েছিলেন। একথাও প্রকাশিত সত্য যে যায়েদের সাথে বিয়ের পূর্বে যয়নাব ও তার ভাতা মহানবী (সাঃ) এর সাথে যয়নাবের বিয়ের প্রস্তাব নিজেরাই দিয়েছিলেন। যখন যয়নাব অবিবাহিত অবস্থায় নিজেই নবী করীম (সাঃ)কে বিয়ে করার ইচ্ছা স্বীয় ভাইয়ের মাধ্যমে প্রকাশ করেছিলেন তখন এমন কি বাধা ছিল যে মুহাম্মদ (সাঃ) তা করলেন না? অতএব এই উঙ্গট কাহিনী যে মহানবী (সাঃ) এর শক্রপক্ষীয় সমালোচকদের উর্বর মন্তিষ্ঠের কল্পনাপ্রস্তুত তা দিবালোকের মতো স্পষ্ট। এই কল্প-কাহিনী বিশ্বাস করা মানব-বুদ্ধির অবমাননার শামিল।

২৩৫৮। এই বাক্যটিতে নবী করীম (সাঃ) এর সাথে যয়নাবের বিয়ের কথা বলা হয়েছে। এই আয়াত থেকে দেখা যায় যে ঈশ্বী-নির্দেশ অনুযায়ী এই বিয়ে সম্পাদিত হয়েছিল।

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فَإِنَّمَا قَرَرَ بِهِ  
اللَّهُ لَهُ مِسْتَأْنَةٌ إِنَّمَا فِي الْأَذْيَنِ حَلَوْا  
مِنْ قَبْلٍ وَّكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا  
مَقْدُورًا<sup>২৩</sup>

إِلَّا الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رَسُولَ اللَّهِ وَ  
يَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا  
إِنَّمَا وَكْفِي بِإِنْ شِئْتَ حَسِيبَاتًا

[୬] ୫ ୪୧ । ମୁହାସଦ ତୋମାଦେର ପୁରୁଷଦେର ମାବେ କାରୋ ପିତା ନୟ ।  
କିନ୍ତୁ (ସେ) ଆଲ୍ଲାହର ରସୂଲ ଓ ନବୀଦେର ମୋହର୍ ୩୦୯ । ଆର ଆଲ୍ଲାହ  
୨ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟେ ପୁରୋପୁରି ଅବଗତ ।

مَا كَانَ مُحَمَّدًا أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِجَالِكُمْ  
وَلِكُنْ رَّسُولًا مَّشُودًا حَتَّى تَمَّ التَّبَيْنَ وَ  
كَانَ أَمْلَهُ يُكْلٌ شَيْءٌ عَلَيْمًا

୨୩୫୯ । 'ଖାତାମ' ଶବ୍ଦଟି 'ଖାତାମା' ଥିକେ ଉତ୍ପନ୍ନ । 'ଖାତାମା' ଅର୍ଥ ହଲୋ : ସେ ମୋହର ମାରଲୋ, ସେ ମୋହରାଙ୍କିତ କରଲୋ, ବସ୍ତୁଟିର ଛବି ବା ଛାପ ମାରଲୋ । ଏଗଲୋ ହଲୋ 'ଖାତାମା' ଶବ୍ଦର ପ୍ରାଥମିକ ଅର୍ଥ । ଏର ଗୌଣ ଅର୍ଥ ହୟ : ସେ ବିଷୟ ବା ବସ୍ତୁଟିର ଶେଷ ପ୍ରାତ୍ମକ ପୌଛଲୋ, ବସ୍ତୁଟି ଢେକେ ଦିଲ, ଲିଖିତ ବସ୍ତୁକେ ସଂରକ୍ଷଣେର ଜନ୍ୟ ଲିଖାର ଓପରେ କାଦା ବା ଆଁଠା ଲେପେ ଦିଲ ବା ମୋହର ମେରେ ରାଖଲୋ । 'ଖାତାମ' ମାନେ ମୋହର ମାରାର ଆଂଟି, ମୋହର, ଅଫିସ-ସୀଲ ବା ସ୍ଟ୍ରେପ୍, ଚିଙ୍ଗ ଦେବାର ଯତ୍ର, ଶେଷ ପ୍ରାତ୍ମକ, କୋନ ବସ୍ତୁର ଅଭିମନ୍ଦିର ଫଳ । 'ଖାତାମ' ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଅଲକ୍ଷାର, ସାଜ-ସଜ୍ଜା, ସର୍ବତୋଭାବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝାଯାଇ । ଖାତାମ ଅର୍ଥରେ ନବୀଗଣେର ମୋହର, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ସର୍ବତୋଭାବେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନବୀ, ନବୀଗଣେର ସୌନ୍ଦର୍ୟ ଓ ଅଲକ୍ଷାର । ଗୌଣ ଅର୍ଥେ, ନବୀଗଣେର ଶେଷ ଅର୍ଥରେ ନବୁଓୟତେର ଓ ଶରୀଯତେର କାମଲିଯତ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦିକ ଦିଯେ, ସାରିକ ଉତ୍ସତିର ଦିକ ଦିଯେ ସରବଶେଷ ନବୀ । ତବେ ଆରବୀ ବ୍ୟାକରଣେ 'ଖାତାମ' ଶବ୍ଦଟି ଯା ଇସମେ ଆଲା'ର (ସ୍ତ୍ରୀବୋଧକ ବିଶେଷ୍ୟ) ପଦେ ବ୍ୟବହତ, ଯଥନ ବହୁଚନେର ଦିକେ 'ମୁୟାଆଫ' ହୟ ତଥନ ତା କେବଳ ସରବଶେଷ ଓ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅର୍ଥେଇ ବ୍ୟବହତ ହୟ । ଯେମନ ହ୍ୟରତ ଆଲୀ (ରାଃ)କେ ନବୀ କରୀମ (ସାଃ) 'ଖାତାମୁଲ ଆଓଲିଯା' (ତଫ୍ସିର ସାଫୀ, ଆୟାତ 'ଖାତାମାନ୍ ନାବୀଈନ୍' ପ୍ରସ୍ତେ) ଏବଂ ହ୍ୟରତ ଆବାସ (ରାଃ)କେ 'ଖାତାମୁଲ ମୁହାଜିରୀନ' ବଲେଛେ (କାନ୍ୟୁଲ ଉତ୍ତାଲ, ୬ ପୃଃ) । ମଙ୍କାଯ ଥାକାବଞ୍ଚାଯ ଯଥନ ମହାନବୀ (ସାଃ) ଏର ସକଳ ପୁତ୍ରଇ ଶୈଶବେ ମାରା ଗେଲେନ ତଥନ ଶକ୍ରରା ତାଙ୍କେ 'ଆବତାର' (ଅପୁତ୍ରକ ବା ଆଟକୁଡ଼ା) ବଲେ ବିଦ୍ୟପ କରତୋ ଏବଂ ମନେ କରତୋ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଦେର ମଧ୍ୟେ ପୁରୁଷ ନା ଥାକାର କାରଣେ ତାଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତି ଧର୍ମ ଶୀଘ୍ରଇ ହୋକ ଆର ଦେରୀତେ ହୋକ ନିଶ୍ଚେଷ ହୟେ ଯାବେ (ଯୁହିତ) । ଶକ୍ରଦେର ଏହି ବିଦ୍ୟପେର ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ 'ସୂରା କାଓସାରେ' ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜୋରାଲୋ ଭାବାଯ ଘୋଷଣା କରା ହେଁଛେ, ନବୀ କରୀମ (ସାଃ) ଅପୁତ୍ରକ ନନ ବରଂ ତାଙ୍କ ଶକ୍ରରାଇ ଅପୁତ୍ରକ ହୟେ ଯାବେ । ସୂରା କାଓସାର ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହବାର ପର ପ୍ରାଥମିକ ମୁସଲମାନଦେର ମନେ ଧାରଣା ଜନ୍ୟା ମହାନବୀ (ସାଃ) ଏର ଏମନ ପୁତ୍ର ସତ୍ତାନ ଜନ୍ୟ ନେବେନ ଯାରା ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହେବେ । ଆଲୋଚ୍ୟ ଆୟାତ ଏହି ଧାରଣାକେ ନାକଚ କରେ ଘୋଷଣା କରଲୋ, ମହାନବୀ (ସାଃ) ଏର କଥିନୋ ଯୁବକ-ପୁତ୍ରେର (ରିଜାଲ' ଅର୍ଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରୁଷ) ପିତା ଛିଲେନ ନା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତେ ହେବେନ ନା । ବାହିରେ ଯଦିଓ ମନେ ହୟ ଏହି ଆୟାତ ଓ ସୂରା କାଓସାରେର ବକ୍ତବ୍ୟେର ମଧ୍ୟେ ବିପରୀତ କଥା ରଯେଛେ, ତଥାପି ଏହି ଆୟାତଟି ଆସଲେ ଏହି ଅନୁମିତ ବୈପରୀତ୍ୟର କାରଣେ ସୃଷ୍ଟ ସଂଶ୍ୟକେ ଦୂର କରେଛେ । ଏତେ ବଲା ହେଁଛେ, ମହାନବୀ (ସାଃ) ହେଲେନ 'ରସ୍ଲୁଲାହ' (ଆଲ୍ଲାହର ରସୂଲ), ଯାତେ ଏଟାଇ ବୁଝାଯ ତିନି ସାରା ଉତ୍ସତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପିତା । ଶୁଦ୍ଧ ତାଇ ନନ, ତିନି ଖାତାମୁନବୀଈନ୍ ଓ ବଟେ । ଅର୍ଥାତ୍ ତିନି ସକଳେର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପିତା । ଅତ୍ୟବ ତିନି ଯଥନ ସକଳ ମୁଁମିନ ଓ ସକଳ ନବୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପିତା ତଥନ ତାଙ୍କେ କୀଭାବେ 'ଆବତାର' ବଲା ଯାଯାଃ 'ଖାତାମୁନବୀଈନ୍' ଏର ଅର୍ଥ ଯଦି ଶେଷ ନବୀ ବଲା ହୟ, ଯାର ପରେ ଆର କଥିନୋ କୋନ ନବୀ ଆସବେନ ନା ତାହଲେ ପ୍ରସତ୍ୟର ସାଥେ ଏର କୋନ ସଙ୍ଗିତ ଥାକେ ନା ଏବଂ ଖାପଛାଡ଼ା ହୟେ ପଡେ । କେନନା ଆବିଶ୍ଵାସିଦେର ବିଦ୍ୟପାଞ୍ଚକ ଆକ୍ରମଣ ଏଟାଇ ଛିଲ, ମହାନବୀ (ସାଃ) ଏକଜନ 'ଆବତାର' ବା ଅପୁତ୍ରକ ଲୋକ । ଖାତାମୁନବୀଈନ୍ ଅର୍ଥ ଉପରୋକ୍ତଭାବେ କରଲେ ତା ଏହି ବିଦ୍ୟପେର ଖଣ୍ଡନ ନା ହୟେ ବରଂ ଏହି ବିଦ୍ୟପେର ଶକ୍ତିଶାଲୀ ସମର୍ଥନ ହୟେ ଦାଢ଼ାଯ । ସଂକ୍ଷେପେ ବଲତେ ଗେଲେ, 'ଖାତାମେ' ଉପରୋକ୍ତିଥିତ ଅର୍ଥଶୁଳ୍କରେ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରେଖେ 'ଖାତାମାନବୀଈନ୍' ଏର ଚାରଟି ସଭାବ ଅର୍ଥ ଏଇରୁପ ଦାଢ଼ାଯ, ଯଥା : (୧) ହ୍ୟରତ ନବୀ କରୀମ (ସାଃ) ନବୀଗଣେର ମୋହର ଅର୍ଥାତ୍ ମହାନବୀ (ସାଃ) ଏର ସତ୍ୟାନେର ମୋହର ଛାଡ଼ା କୋନ ନବୀର ସତ୍ୟତା ସାବ୍ୟନ୍ତ ହତେ ପାରେ ନା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅତୀତ ନବୀର ନବୁଓୟତ ମହାନବୀ (ସାଃ) ଏର ସତ୍ୟାନ ଓ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟ ସାବ୍ୟନ୍ତ ହୟ ଏବଂ ମହାନବୀ (ସାଃ) ଏର ପରେ ତାଙ୍କ ସତ୍ୟକାର ଅନୁସାରୀ ଛାଡ଼ା କେଉ ନବୁଓୟତ ଲାଭ କରତେ ପାରବେ ନା, (୨) ମହାନବୀ (ସାଃ) ଛିଲେନ ସରବଶେଷ, ସର୍ବପେକ୍ଷା ମହୀୟାନ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣମ ନବୀ, ଯିନି ସକଳ ନବୀର ଗୌରବ ଓ ଅଲକ୍ଷାରସାମ୍ରାଦ୍ୟ (ଯୁରକାନୀ, ଶାରାହ ମାଓସାହିବ ଆଲ-ଲାଦୁନିଯା) । (୩) ମହାନବୀ (ସାଃ) ଛିଲେନ ଶରୀଯତ-ବାହୀ ନବୀଗଣେର ଶେଷ । ଏହି ଅର୍ଥ କରେଛେ ମୁସଲିମ ଉତ୍ସତର ପ୍ରଥ୍ୟାତ ବୁଝାଗାନ, ଓଲାମା ଏବଂ ପଣ୍ଡିତଗଣ, ଯଥା ଇବନେ ଆରାବୀ, ଶାହ ଓୟାଲ ଉଲ୍ଲାହ, ଇମାମ ଆଲୀ କ୍ରାରୀ, ମୁଜାଦିଦ ଆଲକେ ସାନୀ ଏବଂ ଆରଓ ଅନେକେ । ଏହି ଇସଲାମ-ବିଶାରଦ, ମହାଜାନୀ ବୁଝାଗାନରେ ଦୀନ ଓ ଓଳୀ ଆଲ୍ଲାହଗଣେର ମତେ ମହାନବୀ (ସାଃ) ଏର ପରେ ଏମନ କୋନ ନବୀ ଆସବେନ ନା, ଯିନି ତାଙ୍କ ମିଳାତ ବା ଶରୀଯତକେ ଉଠିଲେ ଦିବେନ ଅଥବା ତାଙ୍କ ଉତ୍ସତର ବାହିରେ ଥେକେ ହେବେନ (ଫତ୍ତୁହାତ, ତାଫହିମାତ, ମକୁତୁବାତ ଏବଂ ଇସାକୁତ ଓୟାଲ ଜାଓସାହିର) । ମହାନବୀ (ସାଃ) ଏର ପ୍ରତିଭାମୟୀ ପତ୍ରୀ ହ୍ୟରତ ଆୟେଶା (ରାଃ) ବଲେଛେ, "ତୋମରା ତାଙ୍କେ (ସାଃ) 'ଖାତାମାନ୍ ନାବୀଈନ୍' ବଲ, କିନ୍ତୁ ଏହି କଥା ବଲିଓ ନା ଯେ ତାଙ୍କ ପରେ କୋନ ନବୀ ନାଇ" (ମନ୍ସୁର), ଏବଂ (୪) ମହାନବୀ (ସାଃ) ଏହି ଅର୍ଥେଇ ଶେଷ ନବୀ ଛିଲେନ ଯେ ନବୁଓୟତେର ଗୁଣବଳୀ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ୟ ସାରିକଭାବେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପେଯେଛେ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟମେ ପୂର୍ଣ୍ଣମଭାବେ ପ୍ରକାଶ ପେଯେଛେ । ଆରବୀତେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାରେ, 'ଖାତାମ' ଶବ୍ଦଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ଵରେ ଶେଷ ସୀମା ବୁଝାଯାଇ । ଏତନ୍ତାତୀତ କୁରାଅନ ସ୍ପଷ୍ଟଭାବେ ବଲେଛେ, ମହାନବୀ (ସାଃ) ଏର ପରେଓ ଉତ୍ସତି ନବୀ ଆସବେନ (୪:୭୦; ୭:୩୬) । ମହାନବୀ (ସାଃ) ନିଜେର ମନେଓ ପରବର୍ତ୍ତିକାଲେ ଉତ୍ସତି ନବୀର ଆଗମନ ହବେ ବଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ରାଖିଲେ । ତିନି ବଲେଛିଲେ, ଇବ୍ରାହୀମ (ମହାନବୀ (ସାଃ) ଏର ପୁତ୍ର) ଯଦି ଜୀବିତ ଥାକତେ ତବେ ନିଶ୍ଚୟଇ ନବୀ ହତୋ (ମାଜାହ, କିତାବୁଲ ଜାନାଯେଯ) । ତିନି ଆରୋ ବଲେଛିଲେ, "ଏହି ଉତ୍ସତ ଆବ୍ସକର ସବାର ଚାଇତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନୁଷ, ତବେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଛାଡ଼ା ଯିନି ନବୀ ହେବେନ" (କାନ୍ୟୁଲ ଉନ୍ନାଲ) ।

৪২। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ক্ষ.আল্লাহ'কে অনেক বেশি স্মরণ কর

يَا يَهَا الَّذِينَ أَصْنُوا ذِكْرًا كُثُرًا  
وَسَيِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

৪৩। এবং সকালসন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

৪৪। তিনিই তোমাদের প্রতি রহমত পাঠান এবং তাঁর ফিরিশ্তারাও (তোমাদের জন্য দোয়া করে<sup>১৩৫৯-ক</sup>) যাতে তিনি ঘোর অঙ্ককার থেকে তোমাদের বের করে গ্র.আলোর দিকে নিয়ে আসেন। আর তিনি মু'মিনদের প্রতি বার বার কৃপা করে থাকেন।

وَسَيِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

৪৫। যেদিন তারা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে সেদিন তাদের সম্ভাষণ হবে 'সালাম'। আর তিনি তাদের জন্য অতি সম্মানজনক প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন।

هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَ مَلِئَكَتُهُ  
لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلْمِ إِلَى التُّورَةِ  
وَ كَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا

৪৬। হে নবী! নিশ্চয় আমরা তোমাকে পাঠিয়েছি এক সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে

تَجْيِئُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلْمٌ طَّهٌ  
أَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَيْرِيًّا

★ ৪৭। এবং আল্লাহ'র দিকে তাঁর আদেশে এক আহ্বানকারী ও দীপ্তিমান সূর্যরূপে<sup>১৩৬০</sup>।

يَا يَهَا النَّبِيُّ رَأَى آزَسْلَنَكَ شَاهِدًا  
وَ مُبَشِّرًا وَ تَذَيِّرًا

৪৮। আর তুমি মু'মিনদের সুসংবাদ দাও, নিশ্চয় আল্লাহ'র পক্ষ থেকে তাদের জন্য রয়েছে অনেক বড় অনুগ্রহ।

وَ دَاعِيًا لَى اللَّهِ بِرَدْنَهُ وَ سَاجِاً  
مُنِيرًا

★ ৪৯। আর তুমি কাফিরদের ও মুনাফিকদের অনুসরণ করো না এবং তাদের দেয়া দুঃখকষ্ট অগ্রাহ্য করে চল আর আল্লাহ'র ওপর ভরসা কর। কেননা কার্যনির্বাহকরূপে আল্লাহ'ই যথেষ্ট।

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِإِنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ  
فَضْلًا كَيْرِيًّا

وَلَا تُطِيعِ الْكُفَّارَ وَ الْمُنْفِقِينَ وَ دَعِ  
أَذْهَمْهُ وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَ كَفَى بِاللَّهِ  
وَكِيلًا

দেখুন ৪ ক. ৪৪১০৮; ৮৪৪৬; ৬২৪১১ খ. ৩৪৪২; ১৯৪১২ গ. ২৪২৫৮; ১৪৪৬; ৫৭৪১০; ৬৫৪১২ ঘ. ১০৪১১; ৩৬৪৫৯ ঙ. ২৫৪৫৭; ৩৫৪২৫; ৪৮৪৯ চ. ১৮৪২৯; ২৫৪৫৩।

২৩৫৯-ক। 'ইউসালি' মানে রহমত ও আশীর্বাদ বর্ণন করা ও প্রার্থনা করা উভয় অর্থই হয়।

২৩৬০। সৌরজগতের কেন্দ্রবিন্দু যেমন সূর্য, আধ্যাত্মিক জগতের সূর্য তেমনি মহানবী (সাঃ)। নবীগণ ও ঐশ্বী সংক্ষারণগণের জন্য আকাশ-মণ্ডলের সূর্য তিনিই। নবী ও সংক্ষারকগণ মহানবী (সাঃ)কে ঘিরে তাঁরই চারদিকে আবর্তিত হন এবং তাঁরই কাছ থেকে আলো সংগ্রহ করে থাকেন। মহানবী (সাঃ) বলেছেন, আমার সাহাবীগণ প্রত্যেকেই এক একটি নক্ষত্র। তাদের যে কোন একজনকে অনুসরণ করলে তোমরা সঠিক পথ পাবে (সগীর)।

★ ৫০। হে যারা সৈমান এনেছ! তোমরা যখন মু'মিন নারীদের বিয়ে কর (এবং) এরপর ক্ষপর্শ করার পূর্বে তাদের তালাক দাও সেক্ষেত্রে তাদের জন্য অপেক্ষাকাল (অর্থাৎ ইদত) নির্ধারণ করার কোন অধিকার তোমাদের নেই। অতএব তোমরা তাদের কিছু বৈষয়িক উপকার কর এবং সুন্দরভাবে তাদের বিদায় দাও<sup>৩৩১</sup>।

৫১। হে নবী! আমরা তোমার জন্য তোমার সেইসব স্ত্রীকে বৈধ করেছি যাদের তুমি তাদের 'মহরানা' দিয়ে দিয়েছে এবং সেইসব মহিলাকেও (বৈধ করেছি) যারা তোমার অধীনস্থ অর্থাৎ যুদ্ধলক্ষ সম্পদরূপে যাদেরকে আল্লাহ তোমায় দান করেছেন। আর (তোমার জন্য বৈধ করেছি) তোমার চাচাত বোন, তোমার ফুফাত বোন, তোমার মামাত বোন এবং তোমার খালাত বোন যারা তোমার সাথে হিজরত করেছে। আর কোন মু'মিন মহিলা নিজেকে নবীর কাছে সমর্পণ করলে (এবং) নবী তাকে বিয়ে করতে চাইলে (তাকেও বৈধ করেছি)। (এ আদেশ) বিশেষভাবে তোমার জন্য, অন্য মু'মিনদের জন্য নয়। তাদের (অর্থাৎ মু'মিনদের) স্ত্রীদের ব্যাপারে এবং তাদের অধীনস্থ মহিলাদের ব্যাপারে যে কর্তব্য তাদের জন্য নির্ধারণ করেছি তা আমরা অবশ্যই জানি। (এ সব বুঝিয়ে বলা হচ্ছে) যেন (তাদের কথা চিন্তা করে) তোমার কোন সংকোচ না হয়। আর আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী<sup>৩৩২</sup>।

يَا يَهَا الْذِينَ أَمْنُوا إِذَا نَكْحَتُمُ  
الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ آنِ  
تَمَسْوِهِنَّ فَمَا لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ  
تَعْتَدُونَهَا جَفَّمَتَّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ  
سَرَاحًا جَمِيلًا<sup>④</sup>

يَا يَهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَخْلَقْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ  
الَّتِي أَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَ مَا مَلَكْتَ  
يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَ بَنْتَ  
عِمَّكَ وَ بَنْتَ عَمِّكَ وَ بَنْتَ خَالِكَ وَ  
بَنْتَ خَلِيلِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ زَ  
وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنَّ وَهَبَتْ نَفْسَهَا  
لِلنَّبِيِّ إِنَّ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَشَتَّرِكُهُمَا  
خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنَاتِ وَ قَدْ  
عَلِمْنَا مَا فَرَضَنَا عَلَيْهِمْ فِي أَرْوَاجِهِمْ  
مَا مَلَكْتَ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَاهِ كُنُونَ عَلَيْكَ  
حَرَجٌ وَّ كَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّاجِهِمَا<sup>⑤</sup>

দেখুন : ক. ২৪২৩৭।

২৩৬১। "এবং সুন্দরভাবে তাদের বিদায় দাও" বাক্যটির তাৎপর্য হলো : (১) তালাক প্রাপ্তির কারণে স্ত্রীলোকের কোন বদনাম কিংবা অপমান হয়েছে বলে যেন মনে করা না হয়, (২) তালাক-প্রাপ্তি স্ত্রী তার কাবিনের ন্যায় পাওনা থেকে যেন বেশিই পেয়ে যায়, (৩) তালাকের পর স্ত্রীলোকটি যাতে নিজেকে স্বাধীনভাবে পরিচালিত করতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। এ স্বাধীনতায় কোনভাবে যেন হস্তক্ষেপ করা না হয়।

২৩৬২। এ আয়াতটি ২৯ ও ৩০ নং আয়াতের সাথে মিলিয়ে পাঠ করা উচিত। শেষোক্ত দুটি আয়াতে মহানবী (সাঃ) এর মহিয়সী বিবিগণকে (রাঃ) তাঁর সঙ্গী হিসাবে থেকে কষ্ট-সাধ্য জীবন-যাপন করা নতুনা তাকে ছেড়ে পার্থিব জীবনের সুখ-স্বচ্ছন্দকে বরণ করা, এ দুয়ের মধ্যে একটিকে বেছে নেয়ার সুযোগ দেয়া হলো এবং মহিয়সী স্ত্রীগণ সকলেই মহানবী (সাঃ) এর চিরসঙ্গী হিসাবে থেকে যাওয়ার পক্ষে নিজেদের মত ব্যক্ত করলেন। এই আয়াত পরোক্ষভাবে মহানবী (সাঃ) এর স্ত্রীগণের মতামত ও সিদ্ধান্তের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছে। তাঁদের প্রতিক্রিয়া ও উত্তর ইতিহাসের পাতায় লিখিত আছে, কিন্তু কুরআনের কোথায়ও প্রকাশ্যভাবে বর্ণিত হয়নি। তাঁদের উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত মহানবী (সাঃ) এর সাথে তাঁদের সম্পর্ক অনেকটা শূন্যে ঝুলে থাকার মতো ছিল। মহানবী (সাঃ) এর স্ত্রীগণ যেমন সুখ-স্বচ্ছন্দের চিন্তা ও বাসনাকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে তাঁর চিরসঙ্গী হয়ে থাকার আগ্রহ প্রকাশ করলেন, মহানবী (সাঃ) ও তেমনি যাকে পছন্দ রাখতে এবং যাকে অপছন্দ ছেড়ে দিতে পারেন (আয়াত-৫২)। এ সুযোগ পেয়েও তাঁদের অনুভূতির প্রতি বিবেচনাশীল হয়ে তিনি (সাঃ) সকলকেই স্ত্রীজনকে রেখে দিলেন।

মহানবী (সাঃ) এর বহু বিবাহ বড়ই সুমহান ও সু-উচ্চ বিবেচনার ফল। এ ব্যাপারে মূর্খ ও ইন্মনা সমালোচকরা তাঁর প্রতি যেসব নীচ উদ্দেশ্য আরোপ করে, তিনি তার বহু বহু উর্ধ্বে ছিলেন। একমাত্র হ্যন্ত আয়েশা'র সাথে বিবাহ ছাড়া (প্রবর্তী অবস্থাবলী এ বিয়ের ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ করেছে) তাঁর সকল বিয়েই বিধবা কিংবা তালাকপ্রাপ্তদের সাথে হয়েছিল। তিনি বিধবা হাফসাকে বিয়ে করেন, যাঁর স্বামী বদরের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। তিনি যয়নাব বিনতে খোজাইমাহকে বিয়ে করলেন, যাঁর স্বামী উহদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন এবং উহে সালমাহ যাঁর স্বামী ৪ৰ্থ হিজরাতে মারা গেলেন, আবু তাকার অবশিষ্টাংশ প্রবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

★ ৫২। তুমি চাইলে তাদের যে কারো সাথে (বৈবাহিক সম্পর্ক) ছিল করতে পার এবং যাকে চাও নিজের কাছে রাখতে পার। তুমি যাদের দূরে সরিয়ে রেখেছ তাদের কাউকে তুমি (ফিরিয়ে নিতে) চাইলে তোমার কোন পাপ হবে না। সম্ভবত এতে তারা প্রশান্তি লাভ করবে এবং তারা দুঃখও পাবে না। আর তুমি তাদের যা দিয়েছ এতে তারা সন্তুষ্ট হবে<sup>৩৩০</sup>। তোমার হৃদয়ে যা আছে আল্লাহ তা জানেন। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ (ও) পরম সহিষ্ণু।

شُرْجِيٌّ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُشُوِّيْ رَأْيِكَ  
مَنْ تَشَاءُ مَوْمَنْ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَّلَتْ  
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ هَذِلَكَ أَذْنِيْ آنْ تَقْرَأَ  
أَعْيُنْهُنَّ وَلَا يَحْرَثَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا  
أَتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ دَوَالِلَهُ يَعْلَمُ مَا فِي  
قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا حَلِيلِيْمًا<sup>⑥</sup>

সুফিয়ানের কন্যা উম্মে হাবিবা, যাঁর স্বামী ৫ম বা ষষ্ঠি হিজরীতে মারা গেলেন, বিধবা জুওয়ায়রীয়া ও বিধবা সফিয়াকে যথাক্রমে ষষ্ঠি ও ৭ম হিজরীতে নিজেদের গোত্রের সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মহানবী (সাঃ) তাঁদেরকে বিয়ে করেন। এটি বড়ই প্রণিধানযোগ্য ব্যাপার, মহানবী (সাঃ) জুয়াইরীয়াকে বিয়ে করার ফলে মুসলমানগণ বনি মুস্তালিক গোত্রের একশত পরিবারকে বন্দী অবস্থা থেকে মুক্ত করে দিলেন। ময়মুনাহ একজন সুশিক্ষিতা বিধবা ছিলেন। তিনি মহানবী (সাঃ) এর পাণি গ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করলে মুসলমান মহিলাগণের শিক্ষা-দীক্ষার খাতিরে তিনি তাঁকে বিয়ে করতে সম্মত হলেন। পঞ্চম হিজরীতে তিনি যায়েদের তালাকপ্রাণ্তৰীকে বিয়ে করে আরব ভূমির একটি পুরনো কুপ্রথার মূলোচ্ছেদ করলেন। সাথে সাথে একজন সন্ধান্ত বংশীয় মহিলার তালাকপ্রাণ্তৰিজনিত মানসিক যন্ত্রণার অবসান ঘটালেন। সপ্তম হিজরীতে কৃতদাসত্ত্ব থেকে সদ্যমুক্ত মারিয়া কিবিতিয়াকে বিয়ে করে তাঁকে ‘বিশ্বাসীগণের মাতার’ (উম্মু মু’মিনীনের) মর্যাদায় উন্নীত করলেন এবং কৃতদাস প্রথার মূলে কুঠারাঘাত হানলেন। আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর বিধবা ও তালাকপ্রাণ্তৰাগণের সাথে বিয়ের পিছনে এসব সৎ প্রবৃত্তি ও সমাজ হিতেষণার মহান উদ্দেশ্যই কার্যকরী ছিল। নতুন বা ঐ বয়সে গত-যৌবনা, অখ্যাত সুন্দরীদের বিয়ে করার কোন ব্যক্তিগত প্রয়োজনই তাঁর ছিল না। তাঁর সমালোচকেরা এই সম্মজ্জুল সত্ত্বের দিকে একবার তাকিয়েও দেখে না যে এই মহামানব পঁচিশ বছর বয়ঃক্রম পর্যন্ত সম্পূর্ণ নির্মল চরিত্রের পবিত্র জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। চলিশ বছর বয়ঃক্রম পর্যন্ত পরিচিত সকলের কাছে তিনি নির্মল, নিষ্কলঙ্ঘ, আল আমীন। পঁচিশ বছর বয়সে তিনি চলিশ বছরের এক বিধবাকে বিয়ে করে পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর সাথে অতি সুখের দাপ্ত্য জীবন কাটান। প্রথমা স্তৰির ৬৫ বছর বয়সে মৃত্যু হয়। এরপর তিনি সওদাকে বিয়ে করেন। স্ত্রী সওদাও ছিলেন বৃদ্ধা রমণী। মহানবী (সাঃ) এর অন্য সব বিয়ে যা নিয়ে ছিদ্রান্তীরী সমালোচনা করেন তা দ্বিতীয় হিজরী সন থেকে ৭ম হিজরী সনের মধ্যে সম্পাদিত হয়েছিল। এই কয়েকটি বছর মহানবী (সাঃ) সদা-সর্বাদ যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর জীবন অনবরত সঞ্চক্টের পর সঞ্চক্টে আবর্তিত হচ্ছিল। ইসলামের ভাগ্য তখন শুন্যে ঝুলছিল। আর অনিষ্ট্যতার পর অনিষ্ট্যতার মধ্যে কোন সুস্থ-মস্তিষ্ক ব্যক্তি ভোগ-বিলাসের উদ্দেশ্য নিয়ে বিয়ের পর বিয়ে করতে থাকবে, এটা ভাবাই যায় না। একমাত্র মোহাচ্ছন্ন, ঈর্ষাক্ষ ব্যক্তিরাই একুপ বিকৃত ধারণা পোষণ করতে পারে। সপ্তম হিজরীর পরে মহানবী (সাঃ) এর জীবনে স্বন্তি আসে। জীবনের শেষ তিনটি বছর তিনি সারা আরবের মুকুটহীন সম্রাট ছিলেন। আরবের ভাগ্যনিয়ন্তা রূপে সুখ-স্বাচ্ছন্দের ওপর তাঁর পূর্ণ কৃত্ত্ব ছিল। কিন্তু এই সুখ-শান্তির সময়ে তিনি তো একটি বিয়েও করেননি। এতে কি প্রমাণিত হয় না, পূর্ববর্তী বিয়েগুলোর পশ্চাতে সৎ, নিষ্ঠাবান ও মহৎ উদ্দেশ্যাবলী নিহিত ছিল? “কোন মু’মিন মহিলা নিজেকে নবীর কাছে সমর্পণ করলে” বাক্যাংশটি ময়মুনার প্রতি প্রযোজ্য। কেননা ময়মুনাই মহানবী (সাঃ) এর সাথে নিজের বিয়ের প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন বলে জানা যায়। “এই আদেশ (বিশেষভাবে) তোমার জন্য, অন্য মু’মিনদের জন্য নয়” বাক্যটি দ্বারা বুঝা যায়, এতগুলো বিয়ে এবং এক সাথে সব স্তৰীকে নিজের কাছে রাখা মহানবী (সাঃ) এর জন্য একটি একক সুবিধা ও ব্যক্তিক্রমধর্মী ব্যবস্থা, যা তাঁর কর্মকাণ্ডের বহুমুখিতার জন্য তাঁকে দেয়া হয়েছিল। সূরা নিসার ৪ আয়াতে একজন মুসলমানের পক্ষে চারজনের অতিরিক্ত স্তৰী রাখা নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়ার পরও মহানবী (সাঃ)কে এই নিষেধের বাইরে রাখা হয়। মহানবী (সাঃ) এর নিজের এবং তাঁর স্ত্রীগণের অত্যুচ্চ আধ্যাত্মিক মর্যাদা এবং অন্যান্য নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কারণে এই আয়াতের প্রথমেই মহানবী (সাঃ)কে সাধারণ মুসলমান থেকে আলাদা ও ব্যক্তিক্রম হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে।

৫৩। এর পরে (অন্যান্য মহিলাকে বিয়ে করা) তোমার জন্য বৈধ হবে না এবং এদের (অর্থাৎ বর্তমান স্ত্রীদের) পরিবর্তে আরো স্ত্রী গ্রহণ করে নেয়াও বৈধ হবে না<sup>৩৩৪</sup> যদিও তাদের ৬ সৌন্দর্য তোমাকে যতই আকৃষ্ট করুক না কেন। তবে তোমার [১২] অধীনস্থ মহিলাদের কথা ভিন্ন। আর আল্লাহ্ সব কিছুর ৩ পর্যবেক্ষক।

★ ৫৪। হে যারা ঈমান এনেছ! খাওয়ার জন্য তোমাদের নিমন্ত্রণ না দেয়া হলে তোমরা নবীর ঘরে ঢুকবে না। আর খাবার প্রস্তুত হওয়ার অপেক্ষায় কখনো বসে থাকবে না<sup>৩৩৫</sup>-ক। কিন্তু (খাবার তৈরী হওয়ার পর) তোমাদের যখন ডাকা হয় তখন ঢুকবে। আর তোমরা যখন খাওয়া শেষ কর তখন তোমরা চলে যেও এবং (সেখানে) কথাবার্তায় মগ্ন হয়ে (বসে) থেকো না<sup>৩৩৬</sup>। এ (ব্যাপারটি) নবীর জন্য কষ্টদায়ক। কিন্তু সে তোমাদের কাছে (একথা প্রকাশ করতে) লজ্জা পায়। আর আল্লাহ্ সত্য প্রকাশ করতে লজ্জা পান না। আর তোমরা যদি তাদের (অর্থাৎ নবীর স্ত্রীদের) কাছে কোন কিছু চাও<sup>৩৩৭</sup> তবে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের ও তাদের অস্তরের জন্য বেশি পরিত্র। আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দেয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয় এবং তার (মৃত্যুর) পরে তাঁর স্ত্রীদের কাউকে কখনো বিয়ে করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। নিচয় আল্লাহর দৃষ্টিতে এটা অতি গর্হিত কাজ<sup>৩৩৮</sup>।

لَا يَعْجِلُ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدِ وَلَآ أَنْ  
تَبَدَّلَ يَهْنَ مِنْ أَرْوَاحِ وَلَوْ أَعْجَبَكَ  
حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ دَوْلَانَ  
إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا

يَا يَاهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَذَلُّوا  
بِيُؤْتَتِ النِّيَّةِ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى  
طَعَامِ غَيْرِ نَظَرِيَنَ إِنَّهُ «وَلِكُنْ رَاذَا  
دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعَمْتُمْ  
فَأَنْتُشِرُوا وَلَا مُشْتَأْنِسِيَنَ لِحَوْيَيْشِ  
إِنْ ذِلِّكُمْ كَانَ يُؤْذِي النِّيَّةِ فَيَسْتَحْيِي  
مِنْكُمْ زَوَالِهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَ  
إِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَشَلُّوهُنَّ مِنْ  
وَرَاءِ حِجَابٍ ذِلِّكُمْ آطْهَرُ لِقْلُوْيَكْمَدَ  
قُلُّوْيَهُنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذِنَا  
رَسُولُ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُونَا أَرْوَاجَهَ  
مِنْ بَعْدِهَ أَبَدًا إِنْ ذِلِّكُمْ كَانَ  
عِنْدَهُ أَمْلَى عَظِيْمًا

২৩৬৩। একদিকে মহানবী (সাঃ) এর বিবিগণকে তাঁর সঙ্গে থাকার অথবা ধনদৌলত ও আরাম-আয়েসে থাকার- এই দুয়ের মধ্যে একটিকে বেছে নেয়ার সুযোগ দেয়া হলো (৩৩৮-৩০)। অপরদিকে মহানবী (সাঃ)কেও তাঁর ইচ্ছামতো কোন বিবিকে রাখার আর কোন বিবিকে ছেড়ে দেবার সুযোগ দেয়া হলো। কালবিলস্ব না করে সকল স্ত্রী-ই স্ব স্ব অভিমত ব্যক্ত করলেন এবং বললেন, মহানবীর জীবনের সাথে তাঁদের জীবন চিরদিনের জন্য এক সাথে গ্রাহিত হয়ে গেছে। মহানবী (সাঃ) নিজের পক্ষ থেকে তাঁদের প্রতি অতিশয় সুবিবেচনা দেখালেন এবং জানালেন, তিনিও সকল স্ত্রীকে রাখার ইচ্ছাই পোষণ করেন। মহানবী (সাঃ) এর সিদ্ধান্ত তাঁদের সকলকেই সন্তুষ্ট করলো এবং তাঁদের হৃদয় নতুনভাবে জয় করলো। এ কথাই প্রকাশিত হয়েছে আলোচ্য এই বাক্যে-‘তুমি তাদের যা দিয়েছ, এতে তারা সন্তুষ্ট হবে।’

২৩৬৪। এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল সপ্তম হিজরীতে। এরপর মহানবী (সাঃ) আর কোন বিয়ে করেননি। কোন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করার অধিকারও তাঁর রইলো না। স্ত্রী-তালাক তাঁর জন্য নিয়ন্ত হলো। মুমিনগণের মাতারূপে তাঁদের যে মর্যাদা সম্পত্ত সেজন্য এবং তাঁরা মহানবী (সাঃ) এর পারিবারিক অভাব-অন্টন ও কৃত্ত্বাতকে নিজেদের আরাম-আয়েস ও স্বাচ্ছন্দ্যের উর্ধ্বে স্থান দিয়েছিলেন বলেও মহানবী (সাঃ) এর ওপরে এ নিষেধ আরোপিত হলো। স্বামী-স্ত্রী উভয় পক্ষের ত্যাগকে আল্লাহ তাআলা এভাবে পুরস্কৃত করলেন।

২৩৬৪-ক। খাদ্য প্রস্তুত হওয়া পর্যন্ত।

২৩৬৫। অনিমন্তিভাবে কারো পক্ষে অন্যের গৃহে প্রবেশ নিষেধ, নিমন্ত্রিত হলে ঠিক নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হওয়া উচিত। নির্ধারিত সময়ের বেশি পূর্বে আসা যেমন অন্যায়, বেশি পরে আসাও তেমনি অন্যায়। নিমন্ত্রণ খাওয়ার পরে পরেই বিদায় নেয়া উচিত। অলস-গল্পে নিজের ও অপরের সময় নষ্ট করা ঠিক নয়।

২৩৬৬। এ নির্দেশ দ্বারা স্ত্রী-পুরুষের ঘনিষ্ঠ সংশ্বর ও মাখামাখি নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। সর্বনাম ‘হন্না’ (তাদেরকে) বলতে পরোক্ষভাবে সকল স্ত্রীলোককেই বুঝিয়েছে।

৫৫। ক্ষেত্রে যদি কোন কিছু প্রকাশ কর অথবা তা গোপন কর তাহলে (জেনে রেখে) প্রত্যেক বিষয় আল্লাহ্ ভাল করেই জানেন।

৫৬। তাদের (অর্থাৎ নবীর স্ত্রীদের) কোন পাপ হবে না (তারা যদি) তাদের পিতা, তাদের পুত্র, তাদের ভাই, তাদের ভাতিজা, তাদের ভাগিনা, তাদের নিজেদের সমশ্রেণীর মহিলা এবং তাদের অধীনস্থদের সাথে (পর্দা না করে)। (হে নবীর স্ত্রীরা!) তোমরা আল্লাহ্ তাকওয়া অবলম্বন কর। নিচয় আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ে পর্যবেক্ষক।

৫৭। নিচয় আল্লাহ্ এ নবীর প্রতি রহমত পাঠান এবং তাঁর ফিরিশ্তারাও (এ নবীর জন্য দোয়া করে)। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরাও তাঁর প্রতি দুরুদ এবং অনেক সালাম পাঠাও।\*

★ ৫৮। যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে কষ্ট দেয়<sup>২৩৬৮</sup> নিচয় আল্লাহ্ ইহকালেও এবং পরকালেও তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন। আর তিনি তাদের জন্য লাঞ্ছনাজনক আ্যাব প্রস্তুত করে রেখেছেন।

৫৯। আর যারা নিরপরাধ মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদের [৬] <sup>৭</sup> কষ্ট দেয় তারা অবশ্যই জগ্ন্য অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের <sup>৮</sup> বোৰা বহন করে নেয়।

★ ৬০। হে নবী! তুম তোমার স্ত্রীদের, তোমার কন্যাদের এবং মু'মিনদের স্ত্রীদের বল, তারা (বাইরে যাওয়ার সময়) যেন তাদের চাদর নিজেদের ওপর (মাথা থেকে বুক পর্যন্ত) ঝুলিয়ে নেয়<sup>২৩৬৯</sup>। এতে খুব সম্ভব তাদেরকে চিনতে পারা যাবে এবং তাদের উত্ত্যক্ত করা হবে না। নিচয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

দেখুন : ক. ৩৪৩০; ৪৪১৫০ খ. ৯৯৬১ গ. ৪৪১১৩; ২৪৪২৪।

২৩৬৭। মহানবী (সা:) এর পরে তাঁর বিধবা পাত্নীগণকে বিয়ে করা মহাপাপ বলে এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। 'মু'মিনদের মাতা রূপে তাদের যে আধ্যাত্মিক মর্যাদা রয়েছে, 'আধ্যাত্মিক পুত্রগণের' সাথে বিয়ে হলে সেই মর্যাদার অবমাননা হতে বাধ্য।

★ [হ্যরত আকদস মসীহ মাওউদ (আ:) এ আয়াত সম্পর্কে বলেন, এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয়, রসূলে আকরাম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের কার্যাবলী এরূপ ছিল, এগুলোর প্রশংসা বা বৈশিষ্ট্যে সীমারেখা টানার জন্য আল্লাহ্ তাআলা কোন বিশেষ শব্দ ব্যবহার করেননি। শব্দ তো পাওয়া যেত। কিন্তু আল্লাহ্ স্বয়ং তা ব্যবহার করেননি। অর্থাৎ তাঁর (সা:) কর্মের সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য ছিল সীমাতীত। এ ধরনের আয়াত আল্লাহ্ তাআলা অন্য কোন নবী (আ:) এর সম্মানে ব্যবহার করেননি। তাঁর (সা:) আজ্ঞায় এমন সত্যতা ও বিশ্বস্ততা ছিল এবং তাঁর (সা:) কর্ম খোদার দৃষ্টিতে এতই পছন্দনীয় ছিল যে আল্লাহ্ তাআলা পরবর্তী লোকদের চিরকালের জন্য এ নির্দেশ দিয়েছেন যেন তারা কৃতজ্ঞতারে তাঁর (সা:) প্রতি দুরুদ পাঠাতে থাকে (মলফূয়াত, প্রথম খন্দ, পৃষ্ঠা ২৪, রাবওয়া হতে মুদ্রিত)। (হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে): কর্তৃক উর্দ্ধতে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

★ চিহ্নিত টীকার অবশিষ্টাংশ এবং ২৩৬৮ ও ২৩৬৯ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

إِنْ تُبَدِّلُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفِهُوا فَإِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِمَا<sup>④</sup>

لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فِي أَبَائِهِنَّ وَلَا  
أَبْنَاءِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ  
إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ إِخْوَاتِهِنَّ وَلَا  
زَسَّارِهِنَّ وَلَا مَالَكِتُهُنَّ أَيْمَانُهُنَّ وَ  
وَاتَّقِيَنَ اللَّهَ مَرَاثِنَ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ  
شَيْءٍ شَهِيدًا<sup>⑤</sup>

إِنَّ اللَّهَ وَمَلِكَتَهُ يُصَلِّونَ عَلَى النَّبِيِّ  
يَا يَاهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلَوَاتُهُ عَلَيْهِ وَ  
سَلِيمُوا تَسْلِيمًا<sup>⑥</sup>

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذِذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعْنَهُمْ  
اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَعَذَّ لَهُمْ  
عَذَابًا بِمُهِينَاهُ<sup>⑦</sup>

وَالَّذِينَ يُؤْذِذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَ  
الْمُؤْمِنَاتِ يَعِيْرُ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ  
اَخْتَمَلُوا بِهِنَّا وَرَأَشَمَا مُمِينَاهُ<sup>⑧</sup>

يَا يَاهَا النَّبِيِّ قُلْ لَا زُوْجِكَ وَبَنِتِكَ وَ  
نِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُذْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ  
جَلَّ يَسِيرِهِنَّ مَذِلَّتُكَ أَذْنِيْنَ أَنْ يُعَزِّرَ فَنَ  
فَلَا يُؤْذِذَنَ هَذِهِنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا  
رَّحِيمًا<sup>⑨</sup>

★ ৬১। মুনাফিকরা ও যাদের অস্তরে ব্যাধি আছে এবং যারা মদীনায় মিথ্যা গুজব ছড়িয়ে বেড়ায় তারা বিরত না হলে আমরা অবশ্যই তোমাকে তাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করাবো<sup>২৩০</sup>। এরপর তারা এ (শহরে) তোমার প্রতিবেশী হিসাবে অতি অল্পকালই থাকতে পারবে।

৬২। তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যায় তাদের ধরা হোক এবং নির্মত্বাবে হত্যা করা হোক<sup>২৩১</sup>। (কারণ) তারা অভিশপ্ত। \*

৬৩। (তোমাদের) পূর্বে গত হয়ে যাওয়া লোকদের সম্পর্কেও ক্ষাল্লাহ্র (এ) বিধানই (কার্যকর) ছিল। আর তুমি আল্লাহর বিধানে কথনো কোন পরিবর্তন দেখতে পাবে না।

৬৪। \*লোকেরা তোমাকে প্রতিশ্রূত মুহূর্ত সমন্বে জিজেস করে। তুমি বল, ‘এর জ্ঞান কেবল আল্লাহর কাছেই আছে।’ আর প্রতিশ্রূত মুহূর্ত যে সম্ভবত নিকটে তা তোমাকে কিসে বুঝাবে?

৬৫। \*নিশ্চয় আল্লাহ কাফিরদের অভিশপ্ত করেছেন এবং তিনি তাদের জন্য প্রজ্ঞালিত আগুন প্রস্তুত করে রেখেছেন।

৬৬। তারা এতে দীর্ঘকাল থাকবে। (সেখানে) তারা কোন বন্ধ এবং কোন সাহায্যকারী পাবে না।

لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي  
قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي  
الْمَدِينَةِ لَنُغَرِّيَنَّكَ بِهِمْ شَمَّ لَا  
يُحَاجِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا<sup>২৩২</sup>

مَلْعُونِينَ نَبِأْتَهُمْ تُقْفِهُوا أَخْذُوا وَ  
فَتَّلُوا تَقْتِيَلًا<sup>২৩৩</sup>

سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِ  
لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةَ اللَّهِ تَبَدِّلَ<sup>২৩৪</sup>

يَسْعَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ، قُلْ  
إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ  
لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا<sup>২৩৫</sup>

إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكُفَّارِ وَأَعَذَ لَهُمْ  
سَعِيرًا<sup>২৩৬</sup>

خَلِدُونَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيَأَوْ  
لَا نَصِيرًا<sup>২৩৭</sup>

দেখুন : ক. ১৭৪৭৮; ৩৫৪৪৪; ৪৮৪২৪।

২৩৬৮। ‘আল্লাহকে কষ্ট দেয়া’ দ্বারা সত্যের অবমাননা ও সত্যকে বাধা দান করা বুঝায়। আর ‘তাঁর রসূলকে কষ্ট দেয়া’ দ্বারা মহানবীর বিরুদ্ধে মিথ্যা কলঙ্ক লেপন বুঝায়।

২৩৬৯। ‘জিলাবাব’ (মাথায় কাপড়, চাদর, ওভারকোট) এর বহুবচন ‘জালাবিব’। জিলাবাব অর্থ : (ক) মেয়েদের শরীর ঢাকার বড় চাদর বা বোরকা জাতীয় কোট, (খ) সমস্ত দেহ ঢাকার পোশাক, (গ) স্ত্রীলোকের এমন ধরনের বাহ্যবরণ যা পরিধানে হাত পর্যন্ত আচ্ছাদিত থাকে (লেইন)। ইসলামী পর্দার উদ্দেশ্য দ্বিধা। এর দ্বারা গোপনীয়তা রক্ষা পায় এবং শালীনতা ও মর্যাদাপূর্ণ আচরণের সুযোগ সৃষ্টি হয়। অবাধ মেলামেশা স্ত্রীলোকের জন্য নিষিদ্ধ। বাড়ির বাইরে যেতে হলে পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে তাদেরকে কিছু নিয়মনীতি পালন করতে হয়। বিশদ ব্যাখ্যা ২০৪৪ টীকায় দেখুন।

২৩৭০। মদীনার মুনাফিক ও ইহুদীরা ইসলামের উন্নতির পথে সকল ধরনের বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টির চেষ্টা করছিল। এ কাজে তাদের হাতে সর্বাপেক্ষা বড় অন্ত্র ছিল ইসলামের ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে মিথ্যা সংবাদ ও মিথ্যা কথা প্রচার করা। যখন কাফিরদের সম্মিলিত বাহিনী মুসলমানদের কাছে পরাজিত ও লাপ্তিত হয়ে পলায়ন করলো এবং মুসলমানদের রাজনৈতিক সম্মান ও শক্তি অসামান্যভাবে বৃদ্ধি পেল তখন তাদের এই মিথ্যাচারিতার কাজেও ভাট্টা পড়ে গেল। ‘লানুগরিয়ান্নাকা বিহিম’ এর অন্য অর্থ, আমরা তোমাকে তাদের বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলতাম অথবা তাদের ওপরে তোমাকে ক্ষমতা দান করতাম।

২৩৭১। যুগ যুগ ধরে হতভাগা ইহুদীরা অপমান ও অসম্মানের মধ্যেই দিন কাটিয়েছে। প্যালেস্টাইনে তাদের আগমন এবং ইসরাইল রাষ্ট্রের পতন একটা সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র।

★[৬১-৬২ আয়াতে মুনাফিক ও ইহুদীদের মাঝে সেইসব অরাজকতা সৃষ্টিকারীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে যারা মদীনায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মনগড়া কথা ছড়িয়ে বেড়াতো। মহানবী (সা:)কে আল্লাহ প্রতিশ্রূতি দিয়েছেন, তুম এদের ওপর প্রাধান্য লাভ করবে এবং এরা তোমার শহর ছেড়ে চলে যাবে। এ সময় এরা আল্লাহর অভিসম্পাতের কবলে থাকবে এবং এমন হবে, যেখানেই পাওয়া যাবে এদের শাস্তি দেয়া ও হত্যা করা বৈধ হবে। (হয়রত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৬৭। সেদিন তাদের মুখমণ্ডল জাহানামে উপুড় করে ফেলা হবে (এবং) তারা বলবে, ‘আমাদের জন্য আক্ষেপ, আমরা যদি আল্লাহ'র আনুগত্য করতাম এবং এ রসূলেরও আনুগত্য করতাম!’

৬৮। ‘আর তারা বলবে, ‘হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! নিশ্চয় আমরা আমাদের নেতাদের ও বড়দের আনুগত্য করেছিলাম। এরাই আমাদের পথভ্রষ্ট করেছে’<sup>১০</sup>।

৬৯। হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি এদের দ্বিগুণ আয়াব [১০] দাও এবং এদের অনেক বড় অভিশাপ দাও।’<sup>১১</sup>

★ ৭০। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা মুসাকে<sup>১২</sup> কষ্ট (এবং অপবাদ) দিয়েছিল<sup>১৩</sup>-ক। তার সম্পর্কে তারা যা বলেছিল আল্লাহ'র তা থেকে তাকে নির্দেশ প্রমাণিত করলেন। আর ‘সে ছিল আল্লাহ'র দৃষ্টিতে বিশেষ সম্মানিত।

৭১। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ'র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সহজসরল কথা বল।

★ ৭২। (তাহলে) তিনি তোমাদের আচরণ শুধরে দিবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দিবেন। আর ‘যে-ই আল্লাহ' ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে সে নিশ্চয় অনেক বড় সফলতা লাভ করে থাকে।

★ ৭৩। নিশ্চয় আমরা আমানতকে (অর্থাৎ শরীয়তকে) আকাশসমূহের, পৃথিবীর এবং পাহাড়পর্বতের সামনে উপস্থাপন করেছিলাম। কিন্তু এরা তা বহন করতে অস্বীকার করলো এবং এতে ভয় পেল। কিন্তু পূর্ণমানব তা বহন করলো। নিশ্চয় সে পরিণতির কথা না ভেবেই (নিজের প্রতি) অতি নির্দয় ছিল<sup>১৪</sup>।★

দেশুন : ক. ২৫৪২৮; খ. ৭৪৩৯; ১৪৪২২; ২৮৪৬৪; ৩৪৪৩২-৩৩; ৪০৪৪৮-৪৯ গ. ১৯৪৫২-৫৩ ঘ. ৪৪১৪; ২৪৪৫৩; ৪৮৪১৮।

২৩৭২। পূর্ববর্তী আয়াতে অবিশ্বাসীদের নেতাদের কথা বলা হয়েছে। ‘উজুহ’ শব্দের এক অর্থ নেতাগণ। এখানে বড়-ছোট, নেতা-অনুসারী সকলের কথা বলা হয়েছে। মানুষের প্রবৃত্তি এটাই যে নিজের অপকর্মের দোষ সে পরের ঘাড়ে চাপাতে চায়।

২৩৭৩। হ্যরত মূসা (আঃ)কে ভয়ানক মিথ্যা দুর্নামের শিকার বানানো হয়েছিল : (১) একজন মেয়েলোককে এই মিথ্যা কথা বলার জন্য প্ররোচিত করা হলো যে মূসা (আঃ) তার সাথে অবেধ যৌন কাজে লিঙ্গ ছিলেন, (২) হারমের প্রভাব বৃদ্ধিতে ঈর্ষাঞ্চিত হয়ে মূসা (আঃ) তাকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন, (৩) মূসা (আঃ) কুস্তরোগ ও সিফিলিসে আক্রান্ত ছিলেন, (৪) সামৰী তাঁকে পৌত্রলিঙ্গার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করেছিল, (৫) তাঁর ভণ্ণী ও তাঁর বিরক্তে মিথ্যা অভিযোগ এনেছিল।

২৩৭৩-ক। ‘আয়াও’ মানে সে তার সাথে ঘৃণ্য কাজ করলো, বিরক্তিকর কিছু করলো, তাকে বিরক্ত করলো, দুঃখ দিল বা তার বদনাম করলো।

২৩৭৪। ‘হামালাল আমানাতা’ অর্থ আল্লাহ'র দেয়া আইন-কানুন, যা মহামূল্য আধ্যাত্মিক সম্পদ, তা সংরক্ষণের ও সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে দায়িত্ব সে (মানুষ) নিজের কাঁধে তুলে নিল। সে গচ্ছিত বিশ্বাস ভঙ্গ করলো। ‘যালেম’ এর মাত্রাধিক্য বুঝাতে ‘যালুম’ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে

টীকার অবশিষ্টাংশ এবং ★ চিহ্নিত টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

يَوْمَ تُقْلَبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ  
يَقُولُونَ يَلَيْتَنَا أَطْعَنَا اللَّهُ وَ  
أَطْعَنَا الرَّسُولُ لَا<sup>(১)</sup>

وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطْعَنَا سَادَتَنَا وَ  
كُبَرَاءَنَا فَأَضْلَلُنَا السَّبِيلُ لَا<sup>(২)</sup>

رَبَّنَا أَتَيْهُمْ ضَحْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ  
وَالْعَنْهُمْ لَعْنَانِ كَيْرَانِ<sup>(৩)</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا  
كَالَّذِينَ أَذَّوْا مُؤْمِنَةً فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا  
قَاتَلُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِئْهُمْ<sup>(৪)</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ  
قُولُوا قَوْلًا سِدِّيدًا<sup>(৫)</sup>

يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ  
ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا<sup>(৬)</sup>

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمُوتِ  
وَالْأَرْضَ وَالْإِبْرَيْلَ فَأَبَيْنَ أَنْ  
يَخْوِلُنَّهَا وَأَشْفَقُنَّ إِنْهَا وَ حَمَلُهَا  
الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا مَاجْهُولًا<sup>(৭)</sup>

৯  
[৫]  
৬

৭৪। (শরীয়ত বহনের দায়িত্ব অর্পণের) মাধ্যমে আল্লাহ্  
মুনাফিক পুরুষ, মুনাফিক নারী, মুশরিক পুরুষ এবং মুশরিক  
নারীদের আয়াব দিবেন এবং আল্লাহ্<sup>ك</sup>-মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন  
নারীদের (তওবা গ্রহণ করে) তাদের প্রতি সদয় দৃষ্টি দিবেন।  
আর আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ وَ  
الْمُنْفِقَتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ  
وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَ  
الْمُؤْمِنَاتِ دَوْلَةَ كَانَ اللَّهُ غَفُورًا  
رَّحِيمًا<sup>۱۵</sup>

দেখুন : ক. ৪৪২৮; ৯১০৮।

যার অর্থ অতিমাত্রায় অত্যাচারকারী। 'যালাম' এর (কর্তৃবাচ্য হলো যালেম)। অর্থ ৪ সে জিনিসটি ভুল স্থানে রেখেছিল। আর 'যালামাহ' অর্থ সে নিজের ওপরে এমন বোৰা চাপাল যা বহন করার শক্তি তার নেই। 'জাহেল' শব্দ দ্বারা অবহেলাকারী, বোকা, উদাসীন বুৰায়। আর 'জাহুল' দ্বারা অতিশয় অবহেলাকারী, অতিরিক্ত মাত্রায় উদাসীন ও হৃদ বোকা বুৰায় (লেইন)।

মানুষকে প্রকৃতিগতভাবেই বিরাট মেধা ও বিপুল সামর্থ্য দেয়া হয়েছে যাতে সে ঐশী গুণাবলী নিজের মধ্যে আহরণ করে তা বিকাশ ও প্রকাশ করতে পারে এবং নিজেকে সৃষ্টি-কর্তার প্রতিভূ বানাতে পারে (২৪৩১)। এটা এমনই এক মহান আমানত ও দায়িত্ব যা বিশ্বচৰাচরের মধ্যে একমাত্র মানুষ ছাড়া অন্য কেউ সম্পাদন করার যোগ্যতা রাখে না। অন্যান্য জীব বা বস্তু, ফিরিশ্তা, আকাশমালা, পৃথিবী এবং পর্বতমালা এই দায়িত্বের বোৰা বহনে সম্পূর্ণ অক্ষম। তাই এটা বহন করতে তারা যেন অঙ্গীকার করলো। তবে মানুষ তা বহন করতে রাজি হলো। কেননা এটা বহনে কেবলমাত্র মানুষই সক্ষম। সে 'যালূম' (নিজের প্রতি অত্যাচারকারী) ও জাহুল (নিজের প্রতি অবহেলাকারী) হওয়ার যোগ্যতা রাখে। অর্থাৎ সে তার সৃষ্টিকর্তার খতিরে যে কোনও ত্যাগ-ত্যিক্ষা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করতে পারে (যালূম) এবং সে নিজের প্রতি উদাসীন ও অবহেলাকারী (জাহুল) হতে পারে এই অর্থে যে দায়িত্ব ও আমানতের বোৰা বহন করতে গিয়ে সে নিজের স্বার্থ, নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিতে সক্ষম।

'আল আমানতা' বলতে কুরআনী শরীয়ত ধরে নিলে এবং 'আল ইনসান' বলতে পূর্ণতম মানব মহানবী (সা:)কে বুবালে এই আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে : আকাশমালা ও পৃথিবীর মাঝে প্রাণী-অপ্রাণী যা কিছু আছে, তাদের মধ্যে মহানবী (সা:)ই হলেন একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি যাঁর ওপর পূর্ণতম ও শেষ বিধান কুরআন অবতীর্ণ হলো। কারণ অন্যান্য মানুষই বলুন বা অন্যান্য অস্তিত্বের কথাই বলুন, তাদের কারো এত বেশি মহৎ গুণাবলী ছিল না, যা এই মহান ও গুরুত্বার দায়িত্ব পালনের ও সংরক্ষণের জন্য অপরিহার্য ছিল।

'হামালা'র অর্থ বিশ্বাস ভঙ্গ ধরলে এই আয়াতটির অর্থ : ঐশী-বিধানের আমানত (বিশ্বাসপূর্ণ গচ্ছিত দায়িত্ব) মানুষের ওপরে, পৃথিবীর প্রাণী-অপ্রাণী সকলের উপরে এবং আকাশস্থ সকলের ওপরেই ন্যস্ত করা হলো। মানুষ ছাড়া সকলেই বিশ্বাস ভঙ্গ করতে অঙ্গীকার করলো। কারণ তাদেরকে যে সব বিধানের অধীন করা হলো, তারা সেগুলো বিশ্বস্ততার সাথে মেনে চললো। সমগ্র প্রকৃতি প্রাকৃতিক বিধানের প্রতি বিশ্বস্ত রইলো, ফিরিশ্তারাও তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য অবনত মন্তকে বিশ্বস্ততার সাথে সম্পাদন করতে লাগলো (১৬:৫০-৫১)। তবে মানুষই একমাত্র ব্যতিক্রম। তাকে ইচ্ছাশক্তি ও বিবেচনাশক্তি দেয়া হয়েছে বলে একমাত্র সে-ই ঐশী বিধানকে অমান্য করে। কেননা সে অন্যায়কারী এবং নিজের দায়িত্ব-কর্তব্যের প্রতি অবহেলাকারী ও উদাসীন। আয়াতটির এই অর্থ ৪১:১২ দ্বারা সমর্থিত।

★ [এ আয়াতে মহানবী (সা:) অন্যান্য নবীগণের তুলনায় যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন তা উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা কুরআনী শিক্ষারপে যে 'আমানত' অবতীর্ণ করা হচ্ছিল রসূলুল্লাহ (সা:) এর পূর্বে অন্য কোন নবীর এ বোৰা বহন করার শক্তি ছিল না। অতএব 'আমানত' বলতে কুরআনকেই বুৰায়।

কোন কোন তফসীরকার 'যালুমান জাহুলা'র সম্পূর্ণ ভুল অনুবাদ করেন। 'যালুমান' দিয়ে অন্য কারো ওপর নয়, বরং নিজের ওপর যুলমকারী বুৰায়, যে এত বড় বোৰা বহন করছে। আর 'জাহুলা' বলতে অনেক বড় জাহেল বুৰায় না। বরং এ সেই ব্যক্তি যে পরিণতির প্রতি ভ্রক্ষেপ না করে এত বড় দায়িত্ব সামাল দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা:) এর ওপর যত অত্যাচার হয়েছে তা কুরআন করীম অবতরণের পর থেকে শুরু হয়। (হয়রত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উদ্বৃত্তে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত চীকা দ্রষ্টব্য)]